রুম নম্বর "৯"

[ত্রয়াঙ্ক রঙ্গনাট্য]

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায়, এম্, এস্ সি,
অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ।
বহরমপুর।

ডি, এম, লাইব্রেরী।
৪২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

পুরুষগণ।

সমীর চাটার্জ্জী	...	জনৈক শিক্ষিত যুবক
নির্ম্মল বিনয়	...	ঐ বন্ধুদ্বয়।
হীরেন	...	ফটোগ্রাফার।
ইন্দুপ্রকাশ	...	এ্যাড্‌ভোকেট।
সুবোধ	...	ঐ দূরসম্পর্কীয় শ্যালক।
দাদামশায় (দয়াল)	...	ঐ দাদা শ্বশুর।
রজনীকান্ত	...	দয়ালের পুত্র।
নন্দলাল	...	ঐ প্রতিবেশী।

হোটেলের ম্যানেজার, বেহারা চাকর, ভিখারী, গণৎকার।

স্ত্রীগণ।

আরতি	...	ইন্দুপ্রকাশের স্ত্রী।
গরিমা	...	আরতির ভগ্নী।

নিবেদন

এই রঙ্গনাট্যখানির জন্মবৃত্তান্ত একটুকু বৈচিত্র্যময়। পাচ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি আগ্রায় বেড়াইতে যাই তখন একটি হাস্যকর ঘটনার কথা জানিতে পারি। এই ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া এই কাহিনীর সূত্রপাত হয়।

পরে আমার বন্ধুবর্গ এবং এডোয়ার্ড রিক্রেয়েশন ক্লাবের সভ্য-গণের উৎসাহে এবং আগ্রহে ইহাকে নাট্যাকার প্রদান করিতে বাধ্য হই।

উক্ত ক্লাবের সভ্যগণ যেরূপ যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে এই নাটকখানিকে পাদ প্রদীপের সম্মুখে রূপদান করিয়া সর্ব্বসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমার প্রণীত "বেকারনাশন কোম্পানী" অল্পদিনের মধ্যে যেভাবে নাট্যরসলিপ্সুগণকে আনন্দ দান করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে ভরসা হয়, আমার এই নাটকখানিও তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইবে।

বহরমপুর,
৫ই ভাদ্র ১৩৪৫ সাল।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রায়।

রুম নম্বর "৯"

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা হোটেলের কক্ষ।

[কক্ষের জানালার দিকে একখানি পালঙ্ক—পালঙ্কের উপর গদি—গদির উপর ধব্‌ধবে সাদা চাদরে ঢাকা বিছানা। মাথার কাছে ঝালর লাগান বালিস, পায়ের দিকে ভাঁজ করা একখানি রঙ্গিন ডোরাকাটা র‍্যাগ।

ঘরের একধারে একটা আলনা—আলনার উপর সাড়ী, ব্লাউজ, চুলের ফিতে, নীচে সাণ্ডেল, শ্লিপার প্রভৃতি সাজান আছে। দূরে একটি রাইটিং (writing) টেবিল—টেবিলের উপর রাইটিং প্যাড্, খাম, মাথার কাঁটা, হিমানী স্নো প্রভৃতি এলোমেলো ভাবে ছড়ান আছে। ঘরের এক কোণে কাঠের Stand-এর উপর এক কুঁজো জল।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় সমীর চ্যাটার্জী ট্রেণ হইতে নামিয়া বরাবর আগ্রা হোটেলে পৌছিয়াছে। ইচ্ছা, দুই একদিন থাকিয়া তাজ, ফতেপুর সিক্রী, ইৎমাৎদ্দোলা প্রভৃতি দেখিয়া যায়। সমীর চ্যাটার্জীর পরণে খাকী সার্ট এবং সর্ট, হাতে একখানি ছড়ি।

কুলীর মাথায় 'হোল্ড অল' এবং হাতে suit-case। সমীর ছড়ি

ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং সীস্ দিতে দিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর অন্ধকার। সমীর টর্চ্চ জ্বালাইয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। পরে Electric Switch টিপিয়া আলো জ্বালিল। বালবটি সবুজ কাপড়ে ঢাকা—মৃদু সবুজ আলোকে ঘরখানি আলোকিত হইল। সমীর হ্যাট এবং ছড়ি রাখিল।]

সমীর। এ কুলী -- ইধার ল্যাও - হিয়া রাখ্‌খো—

[কুলী মোট নামাইয়া একপাশে রাখিল—সমীর প্যান্টের পকেট হইতে 'মনিব্যাগ' বাহির করিল—পরে একটি দোয়ানি বাহির করিয়া দিতেই।

কুলী। (বিস্ময়ে) এ কেয়া বাবু! দো আনা।

সমীর। ঠিক হ্যায—যাও, ভাগো হিঁযাসে—

কুলী। ভাগেগা কাহে—এ বাঙ্গালা মুলুক নেহি হ্যায়—মোটপর দো দো আনা লাগেগা—

সমীর। এক্ কৌড়ি যাস্তি নেহি দেগা - দিক মাৎ করো - যাও।

কুলী। সো নেই হোগা-এক চৌ আনি লেগা তব যায়েগা, এইসা রেট হ্যায—দীজয়ে বাবুজী—বহুৎ কাম হ্যায—

সমীর। এক আধেলা আউর নেহি দেগা—

কুলী। নেহি দেগা, কাহে? ওঃ সাহাব হো গিযা—পযসা দেনেকা মুরোদ নেহি হ্যায—বড়া সাহেব বন্ গিয়া—

সমীর। What! get out you dog…get…out

কুলী। গ্যাট ম্যাট নেহি হোগা ··দেনেই হোগা এক চৌ আনি। কভি নেই ছোড়েগা···

সমীর। নেহি ছোড়েগা ত কেয়া হোগা—

কুলী। কেয়া হোগা—দেখিয়ে [Bedding এবং suit-case টানিতে লাগিল]

সমীর। আঃ হাঃ হাঃ—এ কেয়া করতা হ্যায। রাখ দেও—আচ্ছা, লে যাও। [দোযানী দিল]

[কুলী দোযানী কুড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল]

সমীর। বাবা! পশ্চিমে কুলীগুলো কি Obstinate—দুটো মোটের জন্ত চার আনা। এই রেটে যদি খরচ কর্ত্তে হয় তা হলে আর 'তাজ' দেখতে হবে না—ধুল পায়েই ফিরে যেতে হবে—[বিছানার উপরে বসিয়া পড়িল]। যাক—ওসব ভাবনা পরে ভাবা যাবে—এখন ত একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক [খাটের উপর বসিয়া সিগ্রেট ধরাইয়া টানিতে টানিতে] বাঃ, দিব্যি ঘর খানি ত! Simply charming—সব জিনিষ বেশ গুছিয়ে রেখেছে। Charge একটু বেশী—তা আর কি করা যাবে। Comfort পেতে গেলে, এটুকু grudge কল্লে চলবে না।

[বেহারা প্রবেশ করিয়া চা এবং টোষ্ট টিপয়ের উপর রাখিয়া দিল]

সমীর। দেখো, Bath room কিধার হ্যায়?

বেহারা। ইস্ বগলমে হ্যায় সাব্…টোষ্ট, পোচ আউর কুচ লাগেগা?

সমীর। নেহি…নেহি আউর কুছ নেহি

বেহারা। বহুৎ আচ্ছা সাব্… [যাইতে উদ্যত]

সমীর। দেখো, ম্যানেজার বাবুকো একদফে ভেজ দেনা…

বেহারা। বহুৎ অচ্ছা সাব্… [প্রস্থান]

[বেহারা চলিয়া গেলে পাশের বাথরুম হইতে হাত মুখ ধুইয়া সমীর চা খাইতে বসিল। চা খাওয়ার পর একখানা নভেল লইয়া বিছানার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। হঠাৎ খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইল, সমীর চোখ চাহিয়া দেখিল দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী]

সমীর। [বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া মৃদু হাসিয়া] আসুন—দেখুন আপনাকে কয়েকটা কথা বলবো ভাবছিলাম—বিদেশে এসেছি···

তরুণী। (বিস্ময়ে) আমাকে! What do you mean ?

সমীর। আপনিই ত এখানকার ম্যানেজার, rather ম্যানেজ্রেস্!

তরুণী। আমি ম্যানেজ্রেস্! কি বলছেন আপনি!

সমীর। ওঃ, আপনি ম্যানেজ্রেস্ নন! Excuse me, আপনাকে unnecessary trouble দিলাম···দেখুন দয়া করে যদি একবার ম্যানেজারকে ডেকে দেন···

তরুণী। হ্যাঁ ডেকে দিচ্ছি—কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, কোন্ সাহসে আপনি আমার ঘর দখল ক'রেছেন—জানেন এটা Lady's chamber.

সমীর। আজ্ঞে না, তা জানিনে ত! দেখুন, আপনিই হয়ত ভুল করেছেন—একজন লোক ছয় নম্বর ঘরের কথা আমায় বলে দিলে—

তরুণী। ওঃ, তাই বুঝি আপনি চোখ বুজে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন—একবার ভাল করে দেখলেন না, যে এটা ছয় নম্বর কি নয় নম্বর···চমৎকার!

সমীর। [বেকুব হইয়া]—এঁ্যা…নয় নম্বর! [মাথা চুলকাইয়া] হয়ত হবে, নয় উল্টে হয়ত ছয় হয়ে থাকবে…

তরুণী। তা ছাড়া—ঘরের ভিতর চাইলেই ত দেখতে পেতেন সাড়ী, ব্লাউজ, ফিতে, কাঁটা আরও কত কি…

[চারিদিকে তাকাইয়া নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া]

সমীর। দেখুন, ট্রেন থেকে নেমে শরীরটা এমনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে ঘরে ঢুকেই শুয়ে পড়েছিলাম—কোন দিকে চাইবার অবসর হয়নি—দেখুন, আমাকে ভুল বুঝবেন না…বিশ্বাস করুন…

তরুণী। আপনার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করিনে। অন্ধকারে ঢুকেছেন মেয়েদের ঘরে—বদমাইসি কর্বার আর জায়গা পাননি…

সমীর। সত্যি বলছি আমি · কোন কুমতলবে ·

তরুণী। যা কইফিয়ৎ দিতে হয় ম্যানেজারকে দেবেন—আমি কিছু শুনতে চাইনে—এই বেয়ারা—বেয়ারা — [যাইতে উদ্যত হইল]

সমীর। [লজ্জায়, ভয়ে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল] দেখুন—আমি চলে যাচ্ছি…আমার আর পাঁচজনের কাছে অপদস্থ করবেন না।

[সমীরের কোন কথা না শুনিয়া তরুণী গট গট্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

সমীর। [হতাশভাবে খাটের উপর বসিয়া পড়িল] Hopeless! বিদেশে এসেই একটা কেলেঙ্কারী করে বসলাম—ভদ্র মহিলার ঘরে ঢুকে তার শয্যায় শয়ন করা এ একটা মস্ত বড় Offence! নাঃ, I have made a mess of the whole thing! ম্যানেজার এসে যে কি গণ্ডগোল বাধাবে তার ঠিক নেই—

হয়ত চোর মনে করে police এ hand over করে দেবে !
না:, এই সুযোগে পালাতে হবে—সামনের দরজা দিয়ে যাওয়া
হবে না···Bath room দিয়েই সরে পড়াই ঠিক···

[তাড়াতাড়ি Bedding বগলে লইল এবং ভুল করিয়া
নিজের Suit-case এর বদলে তরুণীর Suit-case লইয়া দরজা
ভেজাইয়া দিল এবং পালঙ্কের উপরে পাশবালিসকে র‍্যাগ ঢাকা
দিয়া আলো নিভাইয়া প্রস্থান করিল]

ম্যানেজার। [বাহির হইতে] ও মশায়···কে আছেন ? দরজা খুলুন···

[ধাক্কা দিতেই দরজা খুলিয়া গেল—ম্যানেজার এবং তরুণী
ঘরে ঢুকিয়া পড়িল]

আপনি দাঁড়ান···আমি আলো জ্বালছি—·

[Switch টিপিয়া আলো জ্বালিল]

[পরে বিছানার উপর কাহাকে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া
থাকিতে দেখিয়া তাহাকে ঠেলা দিয়া ডাকিল]

ও মশায় উঠুন না···

[সন্দেহ হইতে র‍্যাগ টানিতেই বালিস বাহির হইয়া পড়িল]

উ: কি বদ্‌মাইস্ ! আমার হোটেলে চালাকি ! দেখে
নেবো বেটা কত বড় cheat। দেখুন ত আপনি, কোন জিনিষ
আপনার চুরি গিয়েছে কিনা। না, না,···আপনি nervous
হবেন না ! যেমন করেই হোক চোরকে আমি পাকড়াবো—
আমি এলাম বলে···আপনি ততক্ষণ আপনার জিনিষগুলো ঠিক
আছে কি না মিলিয়ে দেখুন।　　　(প্রস্থান)

[তরুণী নিজের জিনিষপত্র দেখিতে লাগি…পরে suit-case এর নিকটে গিয়া]

তরুণী। একি? এ suit-case ত আমার নয়—এঁ্যা আমারটা গেল কোথায়?

[এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল, শেষে না পাইয়া]

একি হ'ল?·· নিশ্চয় চুরি করে পালিয়েছে! সর্ব্বনাশ! কি হবে! আমার যথাসর্ব্বস্ব যে তার মধ্যে। টাকা কড়ি জিনিষ পত্তর সবই যে suit-case এর মধ্যে।

[তরুণী ব্যস্তভাবে দরজার নিকটে ছুটিয়া গিয়া ডাকিল]

বেহারা—বেহারা!

বেহারা। [প্রবেশ করিয়া]—হুজুর!

তরুণী। ম্যানেজার বাবু কাঁহা?

বেহারা। বাহার গিয়া—

তরুণী। বাহার গিয়া! আঃ, মহা মুস্কিলে ফেললে দেখছি·· দেখো… দো নম্বর কামরামে সুবোধ বাবু হ্যায়…উনকো ভেজ দেনা… তুরন্ত…

বেহারা। বহুৎ আচ্ছা মেম সাব্… [প্রস্থান]

[তরুণী দরজার কাছ হইতে আসিয়া খাটের উপর বসিল]

তরুণী। একটা টাকাও বাইরে নেই…কি করি?

[হঠাৎ টিকিটের কথা মনে হইতেই]

টিকিটখানা যদি বাইরে না থাকে…তা হলে?

[তাড়াতাড়ি হ্যাণ্ডব্যাগ খুলিয়া]

নাঃ, টিকিটখানা আছে দেখছি। যাক্ কোন রকমে একবার কলকাতায় পৌঁছুতে পাল্লে হয়—তারপর কপালে যা থাকে হবে ··

[সুবোধ প্রবেশ করিল]

সুবোধ। ব্যাপার কিরে লিলি—এত জোর তলব কেন? একি চুপ করে বসে আছিস যে?

তরুণী। সর্ব্বনাশ হয়েছে সুবোধ দা—কে একজন লোক এসে আমার suit-case নিয়ে পালিয়েছে

সুবোধ। suit-case নিয়ে পালিয়েছে কিরে? কে নিলে? তাকে দেখেছিস্?

তরুণী। হ্যাঁ, দেখেছি···

সুবোধ। দেখেছিস্ তবু তাকে ধর্ত্তে পাল্লিনে? Hopeless! লেখা-পড়া শিখছিস্ না ছাই করছিস্। লেখাপড়া শিখে শুধু তোদের জাঁকই বাড়ছে আর বাড়ছে শুধু ন্যাকামী, আর বাঁদরামী—কিছু আছে না সব গিয়েছে?

তরুণী। যা ছিল সব গিয়েছে · টাকাকড়ি, কাপড় চোপড়, বই টই যা ছিল সব গিয়েছে।

সুবোধ। মরুক গে চিঠি পত্তর। এক্ষুণি police-এ খবর দেওয়া দরকার কতটাকা গিয়েছে?

তরুণী। ৫০০ শ' টাকা—

সুবোধ। ৫০০ শ' টাকা! · তুই থাক, আমি আসছি এক্ষুণি ম্যানেজারের কাছ থেকে।

তরুণী। ম্যানেজারকে আমি খবর দিইছি—policeএর হাঙ্গামা আর কত্তে যেও না সুবোধ দা—যে হাঙ্গামা পোহাচ্ছি তাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, আর দরকার নেই···

সুবোধ। Absurd···এ হতেই পারে না—পাঁচ পাঁচশ টাকা ছেড়ে দিতে হবে···লোকে শুনলে বলবে কি? policeএর নাম শুনে বুঝি ভয় ধরে গিয়েছে? বলিহারি তোদের education···এই বুঝি নারী প্রগতির নমুনা! [হাস্য]

তরুণী। হাস আর যাই কর—পুলিশ হাঙ্গামার মধ্যে আমি যেতে চাইনে···কাল সকালের ট্রেণেই আমি কলকাতায় চলে যাব—সুবোধ দা, তোমার পায়ে পড়ি এ হাঙ্গামা থেকে তুমি আমায় বাঁচাও। [কাঁদিতে উদ্যত]

সুবোধ। থাক্ থাক্ আর কাঁদতে হবে না—দেখি ম্যানেজারের খোঁজ করে। [যাইতে উদ্যত]

ম্যানেজার। [দরজার নিকট দাঁড়াইয়া] ভিতরে আসতে পারি?

সুবোধ। এই যে আসুন—ব্যাপারখানা কি বলুন ত? একটা respectable হোটেলে এলুম—এখানেও চুরি! চোরের কোন খোঁজ পেলেন?

ম্যানেজার। না মশাই কোন খোঁজই পাওয়া গেল না—হোটেলে হোটেলে ফোণ করলাম—ষ্টেশন পর্য্যন্ত লোক পাঠিয়েছিলাম তার খোঁজে—কোথাও পাত্তা কর্ত্তে পারলাম না। শেষে ফিরে এলাম জানতে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত হবে কি না।

সুবোধ। যদি বলি এ চুরির জন্ত আপনারা responsible.

ম্যানেজার। আমরা responsible!

সুবোধ। হ্যাঁ—হ্যাঁ আপনারা—আপনাদের আশ্রয়ে আছি first class charge দিচ্ছি, আপনাদের duty হচ্ছে আমাদের life and property guard করা—তা না করে, একটা ঠ্যালা মারা খোঁজ করে জানতে এলেন কিনা, পুলিশে খবর দেওয়া উচিত হবে কি না। যদি বলি এ চুরি আপনারা করেছেন!

তরুণী। সুবোধ দা—চুপ কর—ভদ্রলোককে insult কর' না…

সুবোধ। চুপ কর্ব্ব কি—I tell you straight Mr. Manager., হয় চোরকে খুঁজে বের করে দিন, না হয় suit-case ফিরিয়ে দিন—otherwise I will see you in open court, আপনার নামে চুরির চার্জ্জ আনবো…

ম্যানেজার। চুরির চার্জ্জ আনবেন! কিন্তু চুরি আপনাদের কি হয়েছে তাত বল্লেন না? দেখুন, মিছে চটছেন আপনি—আপনার ভগ্নী যদি ঘরে তালা বন্ধ করে যেতেন তা হলে ত এ গণ্ডগোল হ'ত না। আর আমাকেও এতগুলো কথা শুন্‌তে হ'ত না। ঘর খোলা পেয়ে যদি কেউ জিনিষ চুরি করে নিয়ে যায় তার জন্য কি আমি দায়ী? তা ছাড়া লোকসান শুধু—আপনাদেরই হয়নি, আমারও কিছু হয়েছে! আমার চা রুটির দাম না দিয়েই সে পালিয়েছে।

সুবোধ। Is it so? Well Lily, তা হ'লে ত এঁকে দোষ দেওয়া যায় না। নিজের দোষে তুমি suit-case হারিয়েছ তা ছাড়া…এঁরও লোকসান করিয়েছো…ওঁর চা রুটির দাম

তোমারই দেওয়া উচিত…

ম্যানেজার। না—না উনি দেবেন কেন! আচ্ছা, সত্যিই কি কিছু চুরি গিয়েছে?

সুবোধ। যায়নি! পাঁচ পাঁচশ' টাকা ত গিয়াছেই আরও কত কি যে গিয়েছে তার ঠিক নেই ·

তরুণী। পরিবর্তে রেখে গিয়েছে একটা পচা পুরাণো suit-case.

ম্যানেজার। এঁ্যা…suit-case রেখে গিয়েছে! দেখুন ত একথা যদি আগে বলতেন তা হলে এত কথা কাটা কাটি কত্তে হ'ত না। সুবোধ বাবু, দেখুন ত suit-caseটা খুলে, লোকটির কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা…

সুবোধ। Excuse me ম্যানেজার বাব, suit-case এর কথা আমি জাত্তেম না—that's bad Lily কই suit-caseটা কোথায়?

[তরুণী suit-case আনিয়া দিল। সুবোধ suit-case খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল পরে ম্যানেজারকে বলিল]

ম্যানেজার বাবু, কয়েকটা চাবি দিতে পারেন… ?

ম্যানেজার। তা আর, পারিনে…এই নিন [চাবির তোড়া দিল, সুবোধ চাবি দিয়া suit-case খুলিয়া ফেলিল]

সুবোধ। নাঃ—নাম ধাম কিছু পাওয়া গেল না, শুধু লেখা আছে S. Chatterjee, Calcutta—সুরেশ, সুধীর, সুবিমল, সুরেশ্বর সবই হতে পারে—তবে এযে কলকাতার লোক, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে…।

ম্যানেজার। তা হলে কি করা যাবে…পুলিশে খবর দিতে যদি বলেন এক্ষুণি দিতে হয়।

তরুণী। না না ওসব হাঙ্গামা আর কর্বেন না—suit-case আপনার কাছেই রেখে দেবেন · যদি কখনও কেউ সন্ধান করে তাকে দিয়ে দেবেন—আমার আর কোন দরকার নেই।

সুবোধ। হ্যাঁ আর দেখুন, আমাকে একটা wire কর্বেন, আমি এসে রীতিমত রকসিসের ব্যবস্থা করব। কালই যাবি ত Lily · না চোরের আশায় পথ চেয়ে থাকবি ?

তরুণী। থাকতে হয় তুমিই থাক আমার আর এক দণ্ডও থাকতে ইচ্ছে নেই—বাবা! যে চোরের আড্ডা এখানে!

সুবোধ। তা হ'লে আর উপায় কি ম্যানেজার বাবু, কাল সকালেই একখানা মোটর ঠিক করে দেবেন, আর আপনার বিল নিয়ে আসবেন—payment করে দেব···up to the last farthing, চোরের চা রুটীর দাম পর্য্যন্ত—আপাততঃ suit-caseটা আপনার জিম্বায় রইল···চোরের সন্ধান পেলেই খবর দেবেন।

ম্যানেজার। নিশ্চয় ··আমাদের হোটেলের ত' বদনাম কত্তে পারিনে··· তা হলে আজ আসি···আর দেখুন, বেশ করে দরজা বন্ধ করে শোবেন, কি জানি suit-caseএর খোঁজে চোর যদি আবার আসে·· ।

সুবোধ। সে আর আসছে না···যা পেয়েছে, তাই সামলাতেই সে ব্যস্ত থাকবে--লিলি ভোরে উঠা চাই, ট্রেণ আবার পাঁচটায় ছাড়ে—।

তরুণী। সে আর বলতে হবে না·· নিজে উঠ তা হলেই হবেখন।

ম্যানেজার। তা হলে আসি মা লক্ষ্মী, খাবারটা কি এইখানেই পাঠিয়ে দেব ?

তরুণী। রাত অনেক হয়ে গেল—রাত্রে আর কিছু খাব না। আচ্ছা, তা হলে আসুন…নমস্কার…সুবোধদা ভুল না, তোর পাঁচটা…।

সুবোধ। আচ্ছা, সে হবে হবে—

[ম্যানেজার এবং সুবোধ হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। তরুণী আলো নিভাইয়া শুনিয়া পড়িল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হোষ্টেলের কক্ষ।

[ঘরের ভিতর একখানি তক্তাপোষ—তক্তাপোষের উপর বিছানা ভাঁজ করিয়া রাখা আছে। দূরে একখানি টেবিল—টেবিলের উপর কাগজ পত্র ছড়ান আছে। টেবিলের নীচে একটি suit-case পড়িয়া আছে।]

সমীর। Suit-caseটা ফেলে এসে দেখছি মহা বিপদে পড়লাম! একে বাপে Penniless Vagabond! একটা পয়সাও নেই যে আর কোথাও ঘুরে আসবো। একে নিজের জ্বালায় মরছি তার উপর পরের একটা suit-case ঘাড়ে চেপে একটা বিভ্রাট বাধিয়ে তুলেছে! বাবা! আগ্রা ষ্টেশন পর্য্যন্ত লোক ছুটিয়েছিল ধর্ব্বার জন্য। খুব বেঁচে গেছি যা হোক্…ধরা পড়লে কেলেঙ্কারীর একশেষ হ'ত, চোর বলে হয়ত জেলেই পুরত! কি করা যায়? দেখব একবার suit-caseটা খুলে? তরুণার ঠিকানাটা যদি মেলে! দেখাই যাক, যদি এটার একটা কোন গতি কর্ত্তে পারি!

[suit-case কোন রকম করিয়া খুলিতেই একখানা ফটো বাহির হইয়া পড়িল। ছবিখানাকে দেখিতে দেখিতে]

সমীর। হাঁা, একেই বলে সুন্দরী! বিয়ে কর্ত্তে হলে এমনি মেয়েই বিয়ে কর্ত্তে হয়। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল] দেখি আর কি আছে!

[একটি একটি করিয়া কতকগুলি নোট পড়িয়া গেল। নোটগুলি গুণিয়া দেখিল ২০০৲ টাকা]

এত নোট ছিল suit-case এর মধ্যে·· কি রকম careless

[নোটগুলি সাবধান করিয়া রাখিয়া দিল। খুজিতে খুজিতে খান কয়েক চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে সমীরের মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল]

Now I understand! এখন কতকটা যেন বুঝতে পারছি বিয়ে দেবার জন্য মার এত তাড়া কেন! এ সব দেখছি বিনয়দার কারসাজি!

[গুণ গুণ করিয়া গান করিতে লাগিল আনন্দ যেন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না]

বিপিন···বিপিন···

বিপিন। [ভিতর হইতে) আজ্ঞে যাই···　　(প্রবেশ করিল)

সমীর। এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়, বেশ strong করে। আর বিনয়দা, আর নির্ম্মল বাবুকে ডেকে দে···বলিস্ যে আমি এসেছি।

(বিপিন চলিয়া গেল)

(আবার চিঠি পড়িতে লাগিল)

তলে তলে মা যে এতটা এগিয়েছেন তা ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। মার বকুল ফুলের মেয়ে, তিনি আসছেন দিল্লী থেকে

কলকাতায়, তাকে আমায় দেখতে হবে এবং পছন্দ করে বিয়ে কর্ত্তে হবে। দেখাটা কলকাতায় বা দিল্লীতে না হয়ে হলো কিনা আগ্রার হোটেলের ঘরে। situationটা একটু novel বটে কিন্তু মেয়েটীর যে মূর্ত্তি দেখেছি তা মনে হলে ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠে। যাক্ কলকাতায় ত ফিরে আসুক, তারপর খোঁজ করে আর একবার না হয় দেখা যাবে। কাউকে একথা এখন ভাঙ্গা হবে না···দেখি কদ্দূর কি গড়ায়!

(বাহির হইতে শব্দ হইল "সমীরদা ঘরে আছ নাকি?" নির্ম্মলের ডাক শুনিয়া সমীর তাড়াতাড়ি suit-case এর মধ্যে জিনিষগুলি পুরিয়া suit-case বন্ধ করিয়া উপরের লেখাটি ঢাকা দিয়া খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল)

নির্ম্মল। আরে একি! গোঁপ টোপ কেটে ফেলেছো? একেবারে যে চেনাই যায় না! তারপর, এরি মধ্যে ফিরে এলে যে—?

সমীর। আর বলিস কেন?

অভাগা যে দিকে চায়
সাগর শুকায়ে যায়।

কপালে না থাকলে কি পশ্চিমে বেড়ান হয়—সবই বরাত! রাস্তার মাঝে bridge ভেঙ্গে আছে—যেতে গিয়ে train একেবারে মেরে দিলে full stop—কি করি পুনর্ম্মূষিক ভব···

বিনয়। ঠাট্টা রাখ সমীর, সত্যি বলত বৌ কেমন হ'ল? সুন্দরী না Lady কালিন্দী!

নির্ম্মল। বৌ—কি রকম?—সমীরদা সত্যি?

সমীর। শুনিস কেন ওর কথা…।

বিনয়। আরে বৌ না হ'ক—তবু বৌ-ত' বটে।

সমীর। যা—যা ফাজলামী কত্তে হবে না—বস্ তোরা, চা টার জোগাড় করি।

বিনয়। (হাত ধরিয়া) আরে বোস ব্রাদার—ওসব পরে হবে…Sit down, let us enjoy.

সমীর। আঃ লাগছে ··ছেড়ে দাও—

নির্মল। তাই কি হয় সোনার চাঁদ—অনেক কষ্টে তোমাকে পেয়েছি ·· আর কি ছাড়ি…　　　(হাত ধরিল)

(সুরে) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়বো না কে।
তোমার নয়ন বাণে মরি যে প্রাণে প্রাণে
তবুও রহব পড়ে' ও রাঙা চরণ তলে——

সমীর। (বিরক্ত হইয়া) কি ইয়াকি করিস্—ছাড়—ছাড়—বিনয় দা Please come to my rescue.

বিনয়। আরে বসই না একটু—say, half an hour—আধ ঘণ্টা

সমীর। আচ্ছা…　　　(বসিয়া পড়িল)

নির্মল। বাট। আমরা যেন কেউ নই ওর বিনয়দাই সব! বিনয়দা ··, সেই যে কি বলে—

(গান)

(বধুঁয়া) জানি ওগো সব জানি ।
তোমায় কীরিতি কহিব কিমতি
লোকে করে কানা কানি ।
চাঁদিনী নিশীথে তোমরা দুটিতে
রাখিয়া নয়ন নয়নে
গলাটি ধরিয়া মুখো মুখী হৈয়া
কত কথা কহ গোপনে ।
বধুঁ বলব নাকি
সেই সব কথা বলব নাকি ?
যদি বলি সেই কথা পাবে মনো ব্যথা
বুকেতে মশান হাসি ।

নির্মল । সমীর দা, এবার চা আনাও, সঙ্গে পার ত আর কিছু···

সমীর । কিছু খাবি নাকি ? আচ্ছা বোস্···দেখি, কিছু নিয়ে আসি ।

[প্রস্থান]

নির্মল । সমীরদার ব্যাপারটা কিন্তু বোঝা গেল না···গেল পশ্চিম বেড়াতে···অথচ একদিন যেতে না যেতে ফিরে এল'··· ।

বিনয় । নিশ্চয় কনে পছন্দ হয় নি·· তাই সটান ফিরে এসেছে ।

নির্মল । উঃ হুঃ, মেয়ে পছন্দ হ'ল না বলে যে ফিরে আসবে···এ আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনে । দিল্লী, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন দেখব বলে বেরুল···অথচ একবারে ভুস্—**Right about turn.**

বিনয় । ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই **mysterious.** অনেক কষ্টে মেয়ে

দেখাতে রাজী করালুম—suit-case ভরে জিনিষ পত্তর গুছিয়ে দিলুম ! এখন যদি disappointed হয়ে ফিরে আসে, তা হলে ওর মা কিন্তু বড্ড shock পাবে…তা ছাড়া সমীর হয়ত আর বিয়েই কর্ত্তে চাইবে না। মেয়েটি শুনেছি দেখতে খুব সুন্দরী…ওর মার বড় ইচ্ছে, এ মেয়ের সঙ্গে সমীরের বিয়ে হয়।

নির্ম্মল। আঃ হাঃ হাঃ, সমীরদার চেয়ে যে তোরই কষ্ট বেশী হয়েছে রে ! দেখি দেখি, কি কি জিনিষ গুছিয়ে দিইছিলি—এসেন্স পমেড, সেফ্‌টি রেজর এ সব নিশ্চয় ছিল তা ছাড়া—রমণীর মণ ভুলানো জিনিষ মনমোহিনী টিপ, কুঙ্কুম, তরল আলতা· বোধ হয় ভুলে যাওনি…নাঃ, একবার দেখতেই হ'ল [ব্যাগের নিকট গিয়া] বাঃ suit-caseটা ত চমৎকার ! এটাও কিনে দিইছিলি নাকি··?

[suit-caseএর উপরে নাম দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল]

By jove…একি ! সবিতা দেবী·· দিল্লী !

[বিনয় দেখিতে গেল]

বিনয়দা, ব্যাপার কি বলত ? সমীরদার ঘরে সবিতা দেবীর suit-case ! সমীরদাকে যা ভাবতাম—তা নয়। একেবারে ভিজে বিড়ালটি নয় ! দস্তুর মত শিকারী বিড়াল…। বাবা ! শুধু মেয়ে দেখা নয়…মন, প্রাণ, জীবন যৌবন যথা সর্ব্বস্ব হাতিয়ে এনেছেন…three cheers…না, suit-caseটা

একবার খুলতেই হ'ল ! কি বল বিনয়দা, খুলি ?

বিনয়। খুলবি ? যদি চটে যায় ! ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই mysterious, খোল ত, এস্পার কি ওস্পার। চট্.পট্ খুলে ফেল···ওর ফেরবার আগেই বন্ধ কর্তে হবে···চাবি আছে ত ?

নির্ম্মল। দেখিনা try করে ? fortune favaurs the brave. [চাবি লাগাইয়া খুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে খুলিয়া গেল] Hurrah !

[suit-caseএর মধ্য হইতে একখানি ছবি বাহির করিয়া] How beautiful ! what a charming face ! বিনয়দা এ মেয়েটী যদি সমীরদার ক'নে হয়, তা হলে সমীরদা হবে আমাদের Jehangir, the emperor.

বিনয়। Jehangir, the emperor ! কি রকম ?

নির্ম্মল। ছবিখানি একবার দেখ'···what a lovely face ! নূরজাহান কি এর চেয়ে স্বন্দরী ছিল ? এ যদি নূরজাহান হয়, তা হলে সমীরদা হবে Jehangir, the great.

বিনয়। তুই যে একেবারে মোহিত হয়ে গেলিরে ! মনে রাখিস ইনি আমাদের বন্ধু পত্নী।

নির্ম্মল। হয়নিত এখনও।

বিনয়। তার মানে ?

নির্ম্মল। ভাবছি সমীরদার সঙ্গে duel লড়ব—দেখি সবিতা দেবী কাকে চায়···ওসমান না—জগৎ সিংহ।

সমীর। [নেপথ্যে] নির্ম্মল, বোস্, আমি এলাম বলে।

[সমীরের শব্দ পাইয়া suit-case বন্ধ করিয়া দুজনে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল]

সমীর। [প্রবেশ করিয়া] একি! দুজনেই চুপচাপ্...

বিনয়। Don't disturb me please, একটা serious জিনিষের চিন্তা করছি।

সমীর। নির্ম্মল...তোরও কি সেই দশা! খাবিনে?

নির্ম্মল। চুপ্ চুপ্—ধ্যান ভাঙ্গিও না...এক সুন্দরীর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়ে আছি।

সমীর। সুন্দরীর?

নির্ম্মল। উঃ ভাগ্যবান, ভাগ্যবান...সমীরদা···তোমার মত ভাগ্যবান এ সংসারে কেউ নেই! :

সমীর। আচ্ছা আচ্ছা, সে সব আলোচনা পরে হবে—এখন খেয়ে নে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

বিনয়। [খাইতে খাইতে] হ্যাঁরে, শেষে আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কল্লি! নিজে বিয়ের ঠিক করে এলি অথচ আমার জন্যই তোর মেয়ে দেখতে যাওয়া! শেষে আমাকে এড়িয়ে চল্লি? How treacherous?

সমীর। কি রকম!

বিনয়। দিল্লী যাসনি?

সমীর। না।

নির্মল। না—you are a downright liar · ঘোরতর মিথ্যাবাদী। বাবা, ডুবে ডুবে জল খাওয়া—sinking, sinking, drinking water বলি এটি কি ? কার suit-case ?

সমীর। [থত মত খাইয়া) ওঃ তা, হেঃ ··তা এতেই কি প্রমাণ হ'ল যে আমি দিল্লী গিইছিলাম ?

নির্মল। নিশ্চয়ই—নইলে কি এই এই suit- caseটি উড়তে উড়তে এসে তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছে·· আর তোমারটিও বুঝি উড়তে উড়তে তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছে। এযে দেখছি fairy tales এর রাজপুত্র রাজকন্যা অদল বদলের মত···

বিনয়। সত্যি সমীর, It is a mystery, you must solve it.

সমীর। বলছি দিল্লী যাইনি, তবু তোমরা বিশ্বাস কর্বে না।

বিনয়। কি করে কবি বল সবিতা দেবী থাকলেন দিল্লীতে আর তাঁর suit-case চলে এল কলকাতায় তোমার ঘরে। আর তোমার suit-caseটা বুঝি তাঁর ঘরে গিয়েছে ? মণ প্রাণের সঙ্গে দেখছি suit-case অদল বদল করেছো।:

নির্মল। এতদিন শুনিছি...বর কনের মালা বদল হয়—এ দেখছি suit-case বদল···বলিহারি দাদা...idea নূতন বটে। Bravo,my friend, you are really a genius।

[সমীর মাথা নীচু করিযা বসিয়া রহিল].

বিনয়। [স্নেহ পরিপূর্ণ কণ্ঠে] কি ভাবছিস সমীর।

সমীর। ভাবছি ত অনেক কিছু...বল্লে বিশ্বাস কর্বে ?

নির্মল। নিশ্চয়—বলে ফেল, দেখ বিশ্বাস করি কি না !

সমীর। দিল্লী যাইনি সে কথা সত্যি—কিন্তু আগ্রা হোটেলে সবিতা দেবীর suit-case এর সঙ্গে আমার suit-case বদল হয়ে গিয়েছে।

নির্ম্মল। কি রকম ?

সমীর। সবিতা দেবী আসছিলেন দিল্লী থেকে কলকাতায়, আমি যাচ্ছিলাম দিল্লীতে তাকে দেখতে। কিন্তু দেখা হ'ল এমনি একটা awkward situationএ যে তার জন্য লজ্জায় মরে আছি।

বিনয়। তার পর !

সমীর। তাঁরা ছিলেন আগ্রা হোটেলে—আমার দুর্ভাগ্য 'তাজ' দেখব বলে journey break করে উঠলাম ত সেই হোটেলে··· শুধু সেই হোটেলে—নয়, হোটেলের চাকরের ভুলে দখল কল্লাম সবিতা দেবীর ঘর। অন্ধকারে ভাল বুঝতেও পারিনি, কার ঘরে ঢুকলাম।

হাত মুখ ধুয়ে 'চা' টা খেয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছি, সবিতা দেবী হঠাৎ এসে আমাকে দেখে চোর মনে করে ম্যানেজারকে খবর দিতে ছুটে গেলেন।

কেলেঙ্কারীর ভয়ে সেই ফাঁকে সরে পড়লাম। পালাবার সময় এই কাণ্ডটা হয়ে গেল। ভুল করে তার suit-case নিয়ে এলাম আমি, আর আমার suit-case পড়ে থাকল সেখানে। এখন suit-case যে ফিরিয়ে দেব তারও উপায় নেই। একেত'

ঠিকানা জানিনে তার পর কোন মুখ নিয়ে যে ফিরিয়ে দেব তাও বুঝে উঠতে পারছি নে।

নির্ম্মল। আরে, এযে দেখছি একটা romance—উপন্যাস! কুচ পরোয়া নেই। আমারাই এ সমস্যার সমাধান কর্ব্ব। তুমি শুধু watch কর আর যা বলি তাই করে যাও···তার পর suit-case বদল কেন – মালা বদল করিয়ে দেব।

(চাকর চিঠি দিয়া গেল। সমীর চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল,

বিনয়। কার চিঠি রে? Confidential নাকি

সমীর। না...Confidential নয়—পশ্চিম যাবার আগে একটা টুইসানির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম – তার উত্তর এসেছে— মাইনে বেশ মোটা, মাসে ১০০৲ টাকা—কি করি, যদ্দিন examineটা না হয়, কিছু রোজগার করে নেওয়া যাক! কি বল বিনয় দা, যাব দেখা কর্ত্তে?

বিনয়। কোথায় এবং কাকে পড়াতে হবে, সেটাত জানা দরকার।

সমীর। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ্যাড্ভোকেটের বাড়ী। ছাত্রটি শুনছি বি, এ দেবে।

নির্ম্মল। ছাত্রত' ঠিক – দেখো, শেষে যেন ছাত্রী না হয়।

সমীর। ধ্যেৎ, কি যে বলিস—ছাত্রী হলে কি advertisementএ লেখা থাকত না?

বিনয়। অ'চ্ছা—ধর যদি ছাত্রীই হয়, তা হলে কি কর্ব্বি—

নির্ম্মল। কি আর কর্ব্বে—gladly accept কর্ব্বে—কিন্তু সমীরদা

accept কর আর যাই কর, মনে রেখ সবিতা দেবী তোমারই জন্য destined.

সমীর। যাঃ যাঃ ছ্যাবলামী করিস নে—চল বাজারে যাই, কাপড় চোপড় কিনতে হবে।

নির্ম্মল—সে ত যাবই—কিন্তু সবিতা দেবি তোমারই—sure and certain.

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

—ঃ*ঃ—

[এ্যাড্‌ভোকেট ইন্দুপ্রকাশ স্তুপীকৃত ব্রীফের ফাইল লইয়া কাজে নিমগ্ন। টেবিলের পার্শ্বস্থিত আলবোলা হইতে উত্থিত সুগন্ধি তামাকের গন্ধ সমস্ত ঘর খানিকে সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দুপ্রকাশ মাঝে মাঝে নল মুখে দিয়া টানিতেছে এবং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছে।

ঘরখানি up to date fashion এ সজ্জিত—কোন রকম ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইন্দুপ্রকাশের বয়স বেশী নয়, ৩০।৩২ সের কাছাকাছি, দেখিতে সুশ্রী গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্য সম্ভারে সমুজ্জল। দুই বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে—সুন্দরী পত্নীর প্রেমে মস্‌গুল, পত্নীর নাম আরতি ওরফে নীলি।]

আরতি। [হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া] ওগো শুনছ' ?

[স্বামীর নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া নিকটে গিয়া]

বলি শুনছ' ?

[ইন্দুপ্রকাশ নির্ব্বিকার চিত্তে কাগজ পত্র দেখিতে লাগিল এবং মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। স্বামীর নিকট হইতে কোনরূপ সাড়া না পাইয়া তাহার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া]

ওগো কাণ্ডটা শুনছ ?

ইন্দু। [ইন্দু প্রকাশ সহসা লাফাইয়া উঠিয়া] এ্যাঁ ব্যাপার কি! এই রামদীন পাকড়ো·· পাকড়ো···

আরতি। সকাল বেলায় ক্ষেপলে নাকি ?

ইন্দু। না ক্ষেপে আর করি কি। তোমাদের দুই বোনের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা আমার গেল! কোথাকার কে চোর তার ঠিক নেই—বিদেশে বিভুঁয়ে তোমার ঐ কাল পেঁচা বোনের মন প্রাণ—যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়ে গেল, এখন খোঁজ করে তাকে ধরে এনে দাও। তোমার বোন আড়ালে আবডালে প্রেম করে বেড়াবেন আর আমাকে তার রসদ যোগাতে হবে। না বাপু, এতে আমি নেই!

আরতি। আঃ হাঃ হাঃ কথার ছিরি দেখ! যাও, তোমাকে কিচ্ছু কর্ত্তে হবে না। আমাদের মা নেই, বাপ নেই তাই তোমাকে খোসামুদ কর্ত্তে আসা। বেশ, আর কক্ষণ কোন কথা তোমাকে বলবো না...না...না

[আঙ্গুল মটকাইয়া যাইতে উদ্যত]

ইন্দু। রাগ কর আর যাই কর—চোরকে আমি খুজবো না...প্রাণ গেলেও না...[নিজকে দেখাইয়া] এমন চাঁদের মত ছেলে থাকতে, শেষে কি না পছন্দ হ'ল একটা পশ্চিমে খোট্টাকে !

আরতি। ফের ঐ সব কথা নিয়ে ঠাট্টা কর্ব্বে ! মনে রেখ সে আমার বোন।

ইন্দু। নিশ্চয়ই—আর তুমিও মনে রেখ, সে আমার শ্যালী অর্থ আমার স্ত্রীর সহোদরা—রূপসী এবং বিদুষী।

আরতি। নাঃ, তোমার সঙ্গে কথায় পার্ব্বার জো নেই। আচ্ছা, সত্যিই কি জিনিষ গুলোর একটা খোঁজ কর্ব্বে না ?

ইন্দু। নিশ্চয় কর্ব্ব। যেমন করে হোক চোরকে ধরে এনে এমন শাস্তি দেব যে বাছাধন টের পাবেন কত ধানে কত চাল। উঃ এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমার কাছ থেকে আমারই আপনার জনকে ছিনিয়ে নিতে চায় !

হ্যাঁ—এখন কি করতে হবে বলত ! কৈ, ছোট গিন্নীকে একবার ডাক...দেখি, তিনি কোন দিকে ঢলে পড়েন। ছোট গিন্নী... ও ছোট গিন্নী—

[সবিতা প্রবেশ করিল]

সবিতা। [কৃত্রিম ক্রোধে] আবার ঐ সব নোংরা কথাগুলো বলবেন !... যান্, আপনার কোন কথা শুনবো না—

ইন্দু। ওগো সুন্দরী, না শোন তোমারই লোকসান। মন চোরকে তা হলে আর খুঁজে পেতে হবে না। ফলে, আমারই লাভ। [স্ত্রীর দিকে চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া] কেমন ?

আরতি। কি যে বাজে বক' তার ঠিক নেই—সব তাতেই ছেলেমানুষী! বয়স বাড়ছে না, কমছে?

ইন্দু। বেশ এবার গম্ভীর হচ্ছি [ভাব প্রকাশ] বলুন, আপনাদের কি case? শ্রীমতী সবিতা দেবী... আপনার বক্তব্য বলুন।

[ইন্দুর ভাব দেখিয়া সবিতা কাপড়ে মুখ লুকাইয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতে লাগিল। হাসির শব্দে বৃদ্ধ দাদামশায় হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন]

দাদামশায়। কিরে দিদি এত হাসির ঘটা কেন? (কাশি) বলি হ'ল কি?

ইন্দু। আচ্ছা দাদামশায়, আপনিই বিচার করুন, এই দুজনের মধ্যে কে সুন্দরী? বড়'কি না ছুটকী? আমি বলছি ছুটকী...তা বড়জন কিছুতেই স্বীকার কর্বেন না। তাই, ওঁর অত মুখ ভার...আর দিদির পরাজয়ে ওঁর অত আনন্দ।

সবিতা। কি মিথ্যুকরে বাবা! দাদামশায়, জামাই বাবুর কোন কথা শুনবেন না...শুধু দিদিকে রাগাবার মতলব...

দাদা। ভায়া...এ তোমার ভয়ানক অন্যায়! যাঁর আশ্রয়ে বাস করে চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় সেবন করে দিন দিন কলেবর বৃদ্ধি করছ'...শেষে তাঁকে অপমান! আয়ত দিদি, আমার সঙ্গে... লুকিয়ে—চামচিকেটি না করে ওকে ছাড়বো না! যেখানে স্ত্রীর সম্মান নেই সেখানে কিছুতেই থাকিস নে... আয় ত [হাত ধরিয়ে টানিতে লাগিলেন]

ইন্দু। (হাসিয়া) দাদামশায়, এ কিন্তু elopement. পরস্ত্রী হরণের charge এ পড়ে মারা যাবেন—জানেনত—আমি advocate.

দাদা। (সভয়ে) এঁ্যা তাই নাকি? ওরে···দরকার নেই আমার সঙ্গে গিয়ে...কি জানি বাবা, কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে দেবে! কিন্তু মাঝে মাঝে একটু কড়া হোস দিদি···নইলে দুকুল ভেসে যাবে···।

ইন্দু। সে উনি পার্ব্বেন না। যেমন কমনীয়, তেমনি নমনীয়...যেন ননীর পুতুলটি!

আরতি। ভাল হবে না বলছি...দেখিয়ে দেব কড়া হতে পারি কি না।

ইন্দু। দেখছেন দাদামশাই···এমন কোমল মোলায়েম স্বর কখন' কড়া হয়! হঁ্যা, সে বলতে পারেন বরং উনি—[সবিতাকে দেখাইয়া] যেমন কাঠ খোট্টার মত গড়ন, তেমনি মেজাজ! খোসামোদ করে করে হয়রান হয়ে গেলাম তবু মন পাওয়া গেল না।

দাদা। মন কি আর আছে যে খুঁজে পাবে ভায়া—মন যে রংপুরের রাঙ্গা ছোকরাটির পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইন্দু। ওঃ বাবা! ভিতরে ভিতরে এত। তাই আমাকে এড়িয়ে চলা বেশ, মনে রেখ' সবিতা দেবি, আমিও এর শোধ তুলবো! আগ্রার চোরকে ধরে এনে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াবো, তবে ছাড়বো। দেখি রংপুরের রাঙ্গা ছোকরা কেমন করে তোমায় বিয়ে করে।

দাদা। এঁ্যা! আগ্রার চোর আবার কে?

ইন্দু। ওঃ, তা বুঝি জানেন না—ছোট গিন্নী যে দিল্লী থেকে আসবার সময় যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে এসেছেন।

দাদা। যথাসর্ব্বস্ব কি রকম?

ইন্দু। এই মাল পত্রের সঙ্গে মন, প্রাণ—

সবিতা। ফের মিথ্যা কথা—

ইন্দু। থুড়ি— থুড়ি— না— না, মন প্রাণ নয়— জীবন, যৌবন, ইহকাল, পরকাল—

দাদা। সর্ব্বনাশ! এযে একেবারে পুকুর চুরি! তার পর চোর ধরার কি হচ্ছে?

ইন্দু। সেই পরামর্শইত হচ্ছে। হ্যাঁ আরতি দেবি, চোর ধর্ব্বার কি কর্ত্তে হবে? এখন আমি তোমার দিকে—হ্যাঁ, বলত'? [সবিতার প্রতি] সবিতা দেবী! এখনও সময়— আছে— **Rungpore, Calcutta or Agra?**

দাদা। রংপুর আর আগ্রার ত হল— বলি, কলকাতারটি কে?

ইন্দু। একবার— আঁচ করুন দিকি— ছোট গিন্নী, এই বার বলি—

সবিতা। বলুন না—ভয়টা কি কিসের? মিথ্যে কথা বল্লে কি হয় জানেন?

ইন্দু। কালীঘাটের কুকুর হয়, কেমন? তা সবিতা সুন্দরীর জন্য— না হয় তাই হওয়া যাবে। দাদামশাই, দেখছেন আমাকে—

আরতি। খুব হয়েছে। তোমাকে আর চোর ধর্ত্তে হবে না। ক্ষমতা যা আছে তা বোঝা গেছে। এখন ওর পড়ার কি ব্যবস্থা হবে তাই বল'। বই টই গুলো ত' সব গিয়েছে।

ইন্দু। আমার কাছে যদি পড়ে, তা হলে ওকে সব বিষয়ে ওস্তাদ করে দেব' **English, History, Philosophy, Science of love...**

দাদা। Science of love ! হাঃ হাঃ হাঃ, ভায়া কি প্রেম বিজ্ঞান শেখাবে নাকি ?

ইন্দু। কি আর করি বলুন, নইলে যে উনি ছাড়েন না !

আরতি। আবার ! তুমি যা পড়াবে, তা জানা আছে। ভাত খেতে যার সময় হয় না, সে আবার পড়াবে ! আচ্ছা, পরীক্ষা পর্য্যন্ত একটা মাষ্টার রাখলে হয় না ?

ইন্দু। হয় ত বটে—কিন্তু সে রকম মাষ্টার পাই কোথায় ? কন্দর্পের মত হবে তার চেহারা, কুবেরের মত হবে তার ঐশ্বর্য্য, তবে ত তোমার বোনের মনে ধর্ব্বে ! এক আমি ছাড়া ত্রিভুবনে কাউকেত' খুঁজে পাইনে।

সবিতা। না পান, নাই পাবেন—চাইনে আমি পড়তে ! যেমন মূর্খ—আছি তেমনি মূর্খ থাকব। যার মা বাপ নেই, তার আবার অত সখ কিসের !

ইন্দু। ওঃ বাবা ! অভিমান টুকু বেশ আছে। বেশ, আজই একটা কালো, কুৎসিৎ মাষ্টার ধরে আনবো— শেষে কিন্তু পছন্দ না হলে আমার দোষ দিও না। বড় গিন্নী, তোমার প্রথম প্রস্তাব মঞ্জুর— তোমার দ্বিতীয় প্রস্তাব অর্থাৎ চোর ধরা—তার জন্য আমি প্রাণপণ কর্ব্ব। তোমার বোনটির মন চোরকে খুঁজে আনবো তবে ছাড়বো।

দাদা। হাঃ হাঃ হাঃ, ছোড়দি এবার আর ভাবনা নেই ! মনচোর এবার ধরা পড়বেই পড়বে। সে রংপুরের হোক্ বা আগ্রারই হোক্—

[সুবোধ একগোছা কাগজ পত্র লইয়া প্রবেশ করিল]

ইন্দু। Good bye ladies... তোমরা এখন ভিতরে যাও—দাদামশাই বসবেন? [সবিতা ও আরতির প্রস্থান]

দাদা। কি আর কর্ব্ব...শুনি তোদের কথাবার্ত্তা।

ইন্দু। বসুন—সুবোধ, আর ক'খান application এল? sort করে রেখেছোত'?

সুবোধ। আর খানকতক এসেছে—কোনটাই কাজের নয়—এই যে দেখুন।

ইন্দু। [দেখিতে দেখিতে] Hopeless! সব rubbish···হ্যাঁ···কাকে কাকে interviewএর জন্য চিঠি দিয়েছ? সমীর চাটুজ্যের নামে চিঠি গিয়েছেত'? এতগুলো application মধ্যে একেই suitable বলে মনে হচ্ছে—

সুবোধ। হাঁ দিয়েছি··· আজইত আসবার কথা— [ঘড়ি দেখিয়া] এতক্ষণত' আসা উচিত ছিল···

[বেহারা প্রবেশ করিল]

ইন্দু। [চিঠি পড়িয়া] ওহে সুবোধ, সমীর বাবু এসেছেন···পাঠিয়ে দাও।

দাদা। ভায়া, মাষ্টার ত রাখছ···তার বয়েসের হিসাবটা রাখছ না শুধু লেখা পড়ারই খোঁজ করছ? যিনি আসছেন তাঁর বয়স কত?

ইন্দু। এই ২৪।২৫ হবে।

দাদা। ও বাবা! এ যে একেবারে কচি ছোকরা···পড়াতে পার্ব্বেত'?

ইন্দু। দেখা যাক্...যাচাই করে...

[সমীর প্রবেশ করিল]

সমীর। [ইন্দুকে] নমস্কার।

ইন্দু। নমস্কার।

[দাদামশায়কে দেখিয়া সমীর গড় হইয়া প্রণাম করিল]

দাদ। বেঁচে থাক ভায়া...এইত চাই—

ইন্দু। বসুন [সমীর বসিল]
এমে পাশ করে কি করছেন? কোন চাকরী, বাকৃরী।

সমীর। আজ্ঞে না। I. C. S. দেবার চেষ্টা কচ্ছি।

ইন্দু! I. C. S. দেবেন...বেশ, বেশ... আচ্ছা, আপনাকে যদি appoint করি, তা হলে কবে থেকে পড়াতে পার্ব্বেন বলে মনে করেন?

সমীর। যে দিন থেকে বলবেন।

ইন্দু। তা হলে আপনার ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করুন।

সমীর। [বিস্ময়ে] ছাত্রী!

ইন্দু। ছাত্রী শুনে চমকে উঠলেন যে!

সমীর। না—না এই দেখুন—একটা দিন আমায় ভাবতে সময় দিন — advertisement এ কিছু লেখা ছিল না কি না!

ইন্দু। ছাত্রী পড়াতে আপত্তি আছে নাকি?

সমীর। না আপত্তি আর কি—তবে—

ইন্দু। তবে টবে নয়— you are just the man I want. কেমন দাদা মশায়?

দাদা হ্যাঁ তা ত বটেই—লেগে যাও হে ছোকরা—মাহিনে কিছু বেশী চাও নাকি ?

সমীর। আজ্ঞে না, তা নয়।

ইন্দু। তবে আর কি—আর কোন আপত্তি শুনবো না। আজই তাহলে আপনার ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করে Programmeটা ঠিক করে ফেলুন, তার পর যে দিন থেকে পড়ানোর সুবিধে হয় আপনারাই ঠিক করে নেবেন। হ্যাঁ, একটা কথা বলা দরকার। আপনার যিনি ছাত্রী হবেন, তিনি আমার শ্যালী—very bright, intelligent and smart. হঠাৎ একটা ব্যাপারে—বেচারী বড্ড মুষ্‌ড়ে পড়েছে। দিল্লী থেকে কলকাতা আসবার সময় Agraতে ২।১ দিনের জন্য halt করে। হোটেল থেকে suit-caseটা চুরি গিয়েছে! তার ভিতরে বই, নোটবুক, টাকাকড়ি সব ছিল। বই হারালে তত বেশী ক্ষতি হ'ত না—কিনলেই চুকে যেত কিন্তু নোটবুকগুলি হারিয়ে বড্ড ভাবনায় পড়ে গেছে। বি,এ examine দেবে—তারও বেশী দেরী নেই। আপনাকে, তাকে একটু coach করে দিতে হবে।

সমীর। আমার উপর যদি ভার দেন আমি প্রানপণ চেষ্টা কর্ব্ব।

ইন্দু। আচ্ছা, আপনি একটু wait করুন—আপনার ছাত্রীকে এনে introduce করে দিই। [প্রস্থান]

দাদা। ওহে, তোমরা ত Young Bengal না কি বলে—বয়স শুনছি নাকি ২৪।২৫।

সমীর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদা। বেশ—বেশ... এই বয়সে এত বড় পণ্ডিত হয়েছো! বুঝলে ভায়া, তোমার ছাত্রীটি হচ্ছে—আমার নাতনী...আর তুমিও নাতির বয়সী। একটু ভাল করে পড়িও, যেন পাশ কর্ত্তে পারে...।

সমীর। দয়া করে যখন আমার উপর ভার দিলেন তখন প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্ব।

দাদা। হ্যাঁ, তাত' কর্ব্বেই ভায়া, আচ্ছা তুমি বস' আমি ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি... [প্রস্থান]

[ইন্দু, সবিতা এবং আরতি প্রবেশ করিল]

ইন্দু। এই নিন আপনার ছাত্রী···শ্রীসবিতা দেবী...আর ইনি—ইনি আমার স্ত্রী...শ্রীআরতি দেবী...। আর ইনি [সমীরকে দেখাইয়া] নূতন tutor শ্রীসমীর চাটার্জ্জী। হ্যাঁ, আপনারা এখন কথাবার্ত্তা বলুন···আমি একটা কাজ সেরে আসি।

সমীর। আমি বয়সে ছোট...আমাকে, আপনি আপনি বলবেন না... শুন্তে বড় লজ্জা হয়।

ইন্দু। [হাসিয়া] বেশ...বেশ...তাই হবে... [প্রস্থান]

[সবিতার সমীরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই একটা অস্পষ্ট স্মৃতি যেন মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

আরতি। [সবিতাকে] বোস্ ঐ চেয়ারে [সবিতা বসিল]

[হাসিয়া] সবিতার ব্যাপারটা শুনেছেন বোধ হয় ও'র কাছে?

সমীর। আপনিও আমায় আপনি বলছেন? না না, এটা কেমন লাগছে!

আরতি। [হাসিয়া] বেশ তাই হবে···দেখুন...

সমীর। আবার বলছেন...

আরতি। বইটই গুলো হারিয়ে সবিতা বড় মুস্কিলে পড়েছে...পরীক্ষাটাও এসে পড়ল...

সমীর। দয়া করে যখন আমার উপর ভার দিয়েছেন তখন ওঁকে help কর্ব্বার যথা সাধ্য চেষ্টা কর্ব্ব...

আরতি। না না...সে কথা বলছি না। আমি বলছিলাম কি, কোন ভাল গণৎকার যদি পাওয়া যেত, তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখতাম...যদি জিনিষগুলো পাওয়া যায়! শুনেছি, তারা নাকি বলে দিতে পারে, কোথায় জিনিষ আছে—চোর কোন দিকে গিয়েছে!

সমীর। চোরের খোঁজ এখনও পাননি বুঝি?

আরতি। না—শুধু শুনেছি— যে suit-caseটি চোর ফেলে গিয়েছিল তার উপরে লেখা ছিল S. Chatterjee Calcutta, সম্ভবতঃ লোকটা কলকাতার। যদি কোন গণৎকারের সঙ্গে জানা থাকে...একবার যদি চেষ্টা কর্ত্তে পারা যায়।

সমীর। নিশ্চয় চেষ্টা কর্ব্ব...আপনাদের যদি একটু উপকার কর্ত্তে পারি, তা হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্ব্ব।

আরতি। Suit-caseটার জন্য সত্যিই লিলি বড্ড মুষড়ে পড়েছে...ঐ যাঃ, কথায় কথায় একদম ভুলেই গিয়েছি...আপনারা গল্প করুন—আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি...

সমীর। না—না—চায়ের দরকার নেই...

আরতি। আতিথেয়তা গৃহস্থের ধর্ম্ম...সে কথা জানা আছেত'। [প্রস্থান]

[নির্জ্জন কক্ষে সমীর এবং সবিতা দুজনেই লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। পরিশেষে সমীর কাসিয়া বলিল]

সমীর। হ্যাঁ...দেখুন...আপনি কোন কলেজে পড়েন ?

সবিতা। Bethune এ পড়ছি।

সমীর। দেখুন...এ্যাঁ... কোন subject এ বেশী attention দিতে হবে, জানাতে লজ্জা কর্বেন না...সেটা জান্তে পার্লে, পড়াবার একটু সুবিধা হতে পারে।

সবিতা। Englishটা একটু help কর্বেন—অন্য subject আমি manage করে নেব।

সমীর। আচ্ছা—English এর একখানা বই আনুন ত, কি ভাবে আরম্ভ কর্ব্ব—একবার দেখে নিই।

সবিতা। [সলজ্জে] বইত' আমার একখানাও নেই—সব চুরি গিয়েছে কাল সব কিনে আনবোখন।

সমীর। ওঃ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। একখানা কাগজ আর একটা পেন্সিল দিতে পারেন ? একটা routine ঠিক করে নিই, সেই অনুসারে কাল থেকে পড়া সুরু করা যাবে। [সবিতা এক sheet কাগজ দিল] পেন্সিল একটা ?

সবিতা। এই নিন কলম। [Fountaln pen দিল]

[সমীর কাগজের উপর লিখিতে লাগিল, সবিতা এক দৃষ্টে তাহাকে দেখিতে লাগিল]

সমীর। এই নিন routine—এই order এ পড়া আরম্ভ করা যাবে,

কেমন ? সন্ধ্যে বেলায় এলে কি আপনার অসুবিধে হবে ?

সবিতা। না—তবে ৭টার পরে এলে সুবিধা হয়।

সমীর। বেশ তাই হবে—দেখুন, আপনার যদি কোন Suggestion থাকে নিসঙ্কোচে জানাবেন লজ্জা কর্ব্বেন না, কেমন ?

সবিতা। হুঁ।

সমীর। আজ তা হলে আসি, নমস্কার···

সবিতা। চা টা খেয়ে যান—

সমীর। না না, চায়ের দরকার—নেই—তা হলে আসি, নমস্কার।

সবিতা। আসুন...[নমস্কার করিল এবং সমীরের সঙ্গে সেও বাহির হইয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য—রাস্তা

(ভিখারী)

—•—

ভগবান, ভগবান।
ব্যথিতের ব্যথা বোঝ' তুমি সব
তবু ত কর' না ত্রাণ।
বিশ্বে তোমার একি অবিচার,
নিঃস্ব যাহারা সহে বার বার
তোমার ভ্রূকুটী শিরে করি সার
করেছে জীবন দান।

কে ডাকে তোমারে এ ত্রিভুবনে
কে ঢালে অশ্রু তোমার চরণে
সে যে গো আমরা ভিখারীর দল
রাখে যারা তব মান।

[একজন ভিখারী গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। দূরে একটি গাছের তলায় একজন জ্যোতিষী তাহার জীর্ণ কাগজ পত্র ছড়াইয়া লোকের আশায় বসিয়া আছে। পার্শ্বে, একটি ছোট বাক্স এবং একটি ঘণ্টা। জ্যোতিষী মাঝে মাঝে টুং টুং করিয়া ঘণ্টা বাজাইতেছে এবং লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ভিখারী গান শেষ করিয়া জ্যোতিষীর নিকট গিয়া হাত পাতিল।]

ভিখারী। একটা পয়সা দাও বাবা...জল খাব।

জ্যোতিষী। জল পিয়েগা...জল! কলমে বহুৎ আছে...পয়সা কি হোবে... যাও...উধার কল আছে...পেট ভরকে জল পিওলেও।

ভিখারী। জল না বাবা...জলপান খাব।

জ্যোতিষী। কেয়া? জল আউর ভি পান! বড়া সৌখিন আদমী আছ। জল পিকে পান চিবাকে মুঁ লাল করকে ঘর যাওগে? যাও'হিঁয়া কুচ নেহি হোগা, উধার যাও।

ভিখারী। একটা আধলা দাও বাবা।

জ্যোতিষী। নেহি আছে বাবা...দেখ্‌তো নেই বাক্স খালি [বাক্স উবুড় করিয়া দেখাইল] হাম ভিখ্ মাংতা·· দিন ভর বৈঠকে, এক আনা—দো—আনা রোজগার নেই হোতা—হাম ক্যায়সা দেগা ভাই!

[এই সময় সমীরকে আসিতে দেখিয়া জ্যোতিষী জোরে ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। ভিখারী সমীরের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল]

ভিখারী। গরীব বাবা, একটা পয়সা দাও বাবা।

[সমীর ভিখারীকে একটা পয়সা দিল। জ্যোতিষী তাহা দেখিতে পাইয়া ব্যগ্র হইয়া]

জ্যোতিষী। ইধার—আইয়ে বাবুজি, ইধার আইয়ে— ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সব্ বাতায়দেগা। হস্ত রেখা, কপাল রেখা, জ্যোতিষ বিচার, যো কুচ্ চাহিয়ে সব কোই মিলেগা। এক আনা দর্শনী... আইয়ে বাবুজী...আইয়ে...

সমীর। [উৎসুক হইয়া নিকটে গিয়া] ঠিক ঠিক বলতে পার্কে ?

জ্যোতিষী। কেন' পার্কে না বাবুজী—এক দফে ত দেখিয়ে যান্।

সমীর। [হাত বাড়াইল] বেশ—দেখ...

[জ্যোতিষী খড়ি দিয়া কত কি অ'াকিল, পরে বলিল]

জ্যোতিষী। দেখিয়ে বাবুজী...আপকে: শুভ দিন সমাগত। বহুৎ ভ্যালা সময় আসছে বাবুজি...

সমীর। [হাসিয়া] ভাল সময়! কি রকম ভাল সময় ?

জ্যোতিষী। দেখিয়ে আপকা হাত—লক্ষণযুক্ত আছে বাবুজী। আপ্ত রাজচক্রবর্ত্তী আছেন। বহু ধন রত্নভিকা মালিক হো যায়েগা।

সমীর। পণ্ডিতজী...বিবাহ যোগ—হ্যায় কি নেহি হ্যায় দেখিয়ে তো।

জ্যোতিষী। দেখলাইয়ে [হাত ধরিয়া] আলবাৎ আছে। এক, দো, তিন বিবাহ— হোবে। বহুৎ সুখ হোবে। লেকেন ছেলিয়া

ভি বহুত হোবে—

সমীর। এক, দুই, তিন বিবাহ! এ কেমন করে হবে পণ্ডিতজী!

জ্যোতিষী। এক মর যাগা, দোসরা হোগা, দোসরা মর যাগা, তেসরা হোগা। আপতো ভাগ্যবান আছেন—শাস্ত্রভিতে বোলছে ভাগ্যবান কি জানানা মর যাতা হ্যায়। বাবুজী, আউর কুচ জাননে চাহিয়ে?

সমীর। পণ্ডিতজী দেখিয়ে ত আমার মা—অর্থাৎ মাতাজী কেৎনা রোজ বাঁচেগা?

জ্যোতিষী। [হাসিয়া]...বাবুজী হামারা সাথ ঠাট্টা করছেন! বুড়ামায়ী ত বহুৎ দিন মর গয়া...।

সমীর। Hopeless!　　　[যাইতে উদ্যত]

জ্যোতিষী। এ বাবুজী...বাবুজী মেরা বকসিস্!

সমীর। তোমারা বাৎ সব ঝুট্ হ্যায়!

জ্যোতিষী। ঝুট্ নেই হ্যায় বাবুজী... সব ঠিক হো যায়েগা। লেকেন বকসিস্ ত দিজিয়ে...গরীব আদমী আছে বাবুজী!

সমীর। আচ্ছা লে লেও [একটা আনি প্রদান করিল]

[সমীর কিছুদূর যাইলে পর নির্ম্মল এবং বিনয় প্রবেশ করিল]

বিনয়। আরে! তুই...তুই এদিকে কোথায় গিইছিলি?

সমীর। ইন্দুপ্রকাশ বাবুর বাড়ী interview কর্তে।

নির্ম্মল। সত্যি! তারপর ছাত্রের খবর কি?

সমীর। ছাত্র নয় রে ছাত্রী...।

বিনয়। ছাত্রী! বলিস কিরে!

সমীর। শুধু ছাত্রী নয়...Strange coincidence...মুখোমুখী একবারে তার সঙ্গে দেখা। আশ্চর্য্য!

নির্ম্মল। বলি কার সঙ্গে?

সমীর। আগ্রা হোটেলের মেয়েটার কথা মনে আছে ত? তারই সঙ্গে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এত শীগ্‌গীর যে দেখা হবে, তা ভাবতেই পারিনি...।

নির্ম্মল। তারপর... কিছু বলেছিস্ তাকে—?

সমীর। ক্ষেপেছিস্—এখন বলি আর সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়া পড়ুক আর কি! দুদিন দেখে, তারপর বুঝে সুজে ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। বিনয়দা, আর একটা মজা হয়েছে।

বিনয়। কি...আবার কি মজারে?

সমীর। সবিতা দেবীর দিদি বড্ড ধরেছেন...একজন গণৎকার খুঁজে দেবার জন্য, যদি suit-caseটার কোন সন্ধান পাওয়া যায়। তাই গিইছিলাম, ঐ জ্যোতিষীটার কাছে, যদি তাকে দিয়ে একটা show করাতে পারি।

নির্ম্মল। ধ্যেৎ। জ্যোতিষীর কি হবে? আমরাই তার ব্যবস্থা কর্ব্ব... বিনয়দা, রাজী কিনা বল?

বিনয়। কি রকম, তুই আবার কি কর্ব্বি...সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি ...!

নির্ম্মল। বাড়াবাড়ি, বটে? এর মধ্যেই ভুলে গেলে যে সমীরদাকে help কর্ত্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বলিহারি তোমার বন্ধুত্ব!

বিনয়। বেশ, কি কর্ব্বি বল।

নির্ম্মল। জ্যোতিষী সেজে সেখানে একবার যাব। একবার দেখে আসব, হবু বৌদি আমাদের সমীরদার উপযুক্ত কিনা। তারপর... বুঝলে কিনা...মালপত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমীরদাকেও উপহার দেব।

সমীর। না—না ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক হবে না। যদি কোন রকমে ধরা পড়িস্...কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে...।

নির্ম্মল। বুঝেছি দাদা বুঝেছি, ভাবছো আমি গেলে সবিতা দেবী হয়ত তোমাকে ছেড়ে আমাকে পছন্দ করে বসবেন। কি রকম. সত্যি কিনা?

বিনয়। না—না নির্ম্মল, ছেলে মানুষী করিস নে!

নির্ম্মল। কুচ পরোয়া নেই! সেখানে না যাই, অন্য জায়গায় office খুলে বসবো। বিনয়দা, তুমি সাজবে জ্যোতিষী আর আমি হব তোমার assistant.

বিনয়। জ্যোতিষী সাজব কিরে! ওসব আমার দ্বারা হবে না—আমি বরং assistant হতে রাজী আছি!

নির্ম্মল। না, তোমাকে জ্যোতিষী সাজতেই হবে—কিছুতে শুনবোনা।

বিনয়। তারপর।

নির্ম্মল। তারপর আমরা office খুলে বসলে, সমীরদা, তোমার Lady love. তোমার বৌ, থুড়ি, হবু বৌকে, নিয়ে এস। এমন পথ বাৎলে দেব যে তোমাকে বরমাল্য দিতে পথ পাবে না!

বিনয়। Office ত খুলবি, এট্টুকু পত্তরের কি কর্ব্বি? কোত্থেকে জোগাড় কর্ব্বি?

নির্ম্মল। সে হবেথ'ন—সমীরদা, তোমার সে জ্যোতিষী কোথায়?

দেখি, তার কাছে কিছু জোগাড় করা যায় কিনা !

সমীর। ঐ দেখ বসে আছে···তোরা যা আমি যাবনা, আমাকে দেখলে ঘাবড়ে যাবে...।

বিনয়। কেন রে কি হয়েছিল ?

সমীর। একদম ঠগ্ cheat. মিথ্যে কথা বলায় বেশ করে ধমকে দিইছি !

নির্ম্মল। আচ্ছা, তোমরা যাও—আমি দেখছি।

[সমীর এবং বিনয় প্রস্থান করিল। নির্ম্মল জ্যোতিষীর নিকট গেল।]

জ্যোতিষী। আইয়ে বাবুজী—হাত দেখলায়ে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব ঠিক ঠিক বাতায় দেগা...দর্শনী, এক আনি।

নির্ম্মল। এক আনা নেই—হ্যাম তুমকো এক রূপেয়া দেগা। এক কাম করনে সেকোগে ?

জ্যোতিষী। কেয়া বাবুজী ? এক রূপেয়া দেগা ! কেয়া করনে হোগা বাবুজী ?

নির্ম্মল। তোমার ইষ্টাট পত্তর বেচোগে ?

জ্যোতিষী। [বিস্ময়ে] বেচেগা ! কাহে ? বেচেগা ত, খায়েগা ক্যাই সে ? চলা যাও বাবুজী—এ বাত্ নেহি শুনুনে চাহিয়ে।

নির্ম্মল। রাগিয়ে মাৎ পণ্ডিতজী...রাগিয়ে মাৎ। নেহি বেচোগে ত, ধার দেনে সেকোগে...এক দিনকো মাফিক্। দোরূপেয়া মিলেগা। দেনে চাহিয়ে ত দে দেও—দেনে নেহি চাহিয়ে ত, হাম দোসরা জ্যোতিষীকা পাশ যায়েগা···।

জ্যোতিষী। কাগজ পত্তর কা বহুৎ দাম আছে বাবুজী...৫৲ রূপেয়া দেনেসে সব কোই, চিজ্ দেদেগা—

নির্ম্মল। বহুৎ আচ্ছা... দে দেও। [টাকা বাহির করিল]

জ্যোতিষী। মেরা সাথ চলিয়ে বাবুজী...সব চিজ ঠিক কর দেগা। [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

পাঠ কক্ষ।

—•—

[সবিতা অর্‌গ্যান বাজাইয়া গান গাইতেছে]

(গান)

নবীন অতিথি, নবীন অতিথি
কেন এস বারে বারে,
মম অন্তর দ্বারে ?
কনক প্রদীপ জ্বালায়ে আজিকে
গভীর অন্ধকারে।
মন নিকুঞ্জ বনে,
কে এলে মৃদু চরণে,
কাহার নূপুর রিনি ঝিনি বাজে
চিত্তের কারাগারে ?
(আজি) উদ্বেল হিয়া পরে
একি ব্যাকুলতা

চঞ্চল হ'ল হৃদি
ভাঙ্গি নীরবতা
সুরের ঝরণা ঝরে অবিরত
শতেক বীণার তারে।

দাদা। [প্রবেশ করিয়া] কি রে ছোড়দি, নবীন অতিথিটি কে··· কে আবার তোর মন জুড়ে বসল ?

সবিতা। [হাসিয়া] কেন, তুমিই আমাদের নবীন অতিথি...

দাদা। হ্যাঁ...নবীনই বটেরে... তবে এই গোঁপজোড়া আর চুল কটায় পাক ধরে সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে! নৈলে, নবীন ত বটেইরে···তোদের আজকালকার তরুণও বলতে পারিস!

সবিতা। সত্যি দাদাম'শায়, তুমি যেন একটি ঝুনো নারকোল। বাইরেটা শুক্‌নো খট্‌খটে, আর ভেতরটা একবারে নরম শাঁসালো! তোমাকে আমার বড্ড ভাল লাগে···।

দাদা। ভাল ত লাগে···কিন্তু আমার মত যদি একটি তোর মনের লোক জুটিয়ে দিই, তা হলে কি করিস্ বলত ?

সবিতা। আচ্ছা দাদাম'শায়, দিদিমা, তোমার চেয়ে বড় ছিলেন না ছোট ছিলেন ?

দাদা। বড় ছিলেন কিরে! আমি হলাম বর আর সে হ'ল বৌ। বর কখনও বউয়ের চেয়ে ছোট হয়? হাঃ হাঃ হাঃ, ইংরেজী বইয়ে বুঝি এই কথা শেখায়...? বলিহারী তোদের বিস্তে!

সবিতা। কেন বউ বুঝি বরের চেয়ে বড় হতে পারে না···?

দাদা। কক্ষন না...হিন্দুদের ত হয় না···তবে তোদের মত সাহেব মেমদের হয়ত হবে।

সবিতা। হিন্দুদেরও হয়—আচ্ছা, দিদিমা তোমার চেয়ে বড় ছিলেন না? লম্বায়···বলুন ঠিক কি না?

দাদা। [হাসিয়া] হাঃ হাঃ হাঃ, এইবার আমায় ঠকিয়েছিসরে পাগলী, এইবার ঠকিয়েছিস। তা, তোর ঠানদি দেখতে বড় হলেও আমাকে কিন্তু বড় বলেই মানত। তোদের মত ত লেখাপড়া শেখেনি যে কথায় কথায় বরকে চোখ রাঙ্গাবে...!

সবিতা। আচ্ছা দাদাম'শাই...দিদিমা যখন তোমার উপর রাগতেন তখন কেমন করে শাসন কর্ত্তেন...?

দাদা। হেঃ হেঃ হেঃ, আর একটু বড় হ', বিয়ে থা হোক তখন সব শিখিয়ে দেব...এত তাড়াতাড়ি কিসের?

সবিতা। বল' না সেই গল্পটা, সেই যে ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করা···।

দাদা। আরে সে হবে হবে. পরে হবে... ৭টা বাজতে চল্ল... মাষ্টার বুঝি আসবে না...?

[সমীর প্রবেশ করিল]

আরে, এই যে নাম কত্তে কত্তেই হাজির···অনেক দিন বাঁচবে ভায়া। হ্যাঁ, তোমরা পড়াশোনা কর, আমি আসি। [প্রস্থান]

সমীর। কালকের সেই নোটগুলো লিখেচেন?

সবিতা। হ্যাঁ লিখেছি...একবার দেখে দেবেন?

সমীর। দিন। [সমীর খাতা দেখিতে লাগিল] বেশ হয়েছে, তবে মাঝে

মাঝে ভাবটা যেন ভাষার চাপে মারা পড়েছে। দুদিন লিখতে লিখতে ওটুকু সুধরে যাবে। হ্যাঁ, সেই essayটা লিখেছেন ?

সবিতা। কোনটা ?

সমির। Last Year B. A. pass paper যেটা set করেছিল, "Love is a noble passion."

সবিতা। না, ওটা ঠিক সুবিধা করে গুছিয়ে লিখতে পারিনি... Subjectটা একটু কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

সমীর। দেখুন, প্রথমটা সবই কঠিন মনে হয়...দু'দিন পরে দেখবেন, কেমন সোজা হয়ে গিয়েছে।

সবিতা। [হাসিয়া] হয়ত তাই হবে···এখন কিন্তু কঠিন মনে হচ্ছে···

সমীর। ভাববেন না আপনি···প্রথম প্রথম একটু বাধ বাধ ঠেকবে... পরে এ weaknessটা সহজেই overcome কর্ত্তে পার্ব্বেন। আচ্ছা, কাল থেকে রোজ একটু একটু করে লিখবার চেষ্টা কর্ব্বেন। আমি কাল এসে instruction দেব, কি ভাবে proceed কর্ত্তে হবে।

সবিতা। বেশ তাই হবে। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব Sir ?

সমীর। কি কথা বলুন।

সবিতা। পৃথিবীতে কি দু'জনের চেহারা এক রকম হয় ?

সমীর। [চমকাইয়া উঠিল, পরে নিজেকে সামলাইয়া] হ্যাঁ—তা দেখুন, ঠিক এক রকমের চেহারা হয় না...তবে অনেকটা মিল হতে পারে...যেমন আপনার আর আপনার দিদির চেহারার অনেকটা মিল আছে···কেন বলুন ত ?

সবিতা। না—এমনি জিজ্ঞাসা কল্লাম—আচ্ছা, আপনি কখন আগ্রা… পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন ?

সমীর। [সন্দেহ করিয়া] ওঃ হ্যাঁ, সে অনেক দিন আগে…

সবিতা। সম্প্রতি যাননি ?

সমীর। না…হ্যাঁ…দেখুন…সেই চোরের কোন সন্ধান হ'ল ?

সবিতা। কই আর হ'ল…সুবোধদা গিয়েছে আগ্রাতে ম্যানেজারের চিঠি পেয়ে, যদি কোন খোঁজ মেলে। ভরসা অবশ্য কিছুই নেই… তবু ক'লকাতায় একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। আপনার ত এখানে অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে…যদি S. Chatterjeeএর কোন খোঁজ পান !

সমীর। আপনার দিদিও সে দিন বলছিলেন। চেষ্টা অবশ্য আমি কচ্ছি…তবে reliable astrologer কি palmist এর খোঁজ পাইনি। ২।৪ দিনের মধ্যে যা হয় একজনের কাছে যেতে হবে।

সবিতা। এ সব আপনি বিশ্বাস করেন ?

সমীর। করিনে একবারে বলতে পারিনে…দিন কয়েক একটু চর্চ্চা করেছিলুম কি না !

সবিতা। [হাসিয়া] আপনি চর্চ্চা করেছিলেন ! আমার হাতখান একবার দেখুন না Sir, যদি কোন trace পাওয়া যায়।

সমীর। কিছু বলতে পার্ব্বো কিনা জানিনে…আমি ত expert নই… হয়ত সবই ভুল হবে।

সবিতা। তা হোক...আপনি একবার দেখুন, Sir.

সমীর। আচ্ছা,আপনার বাঁ হাত খান বের করুন ত!

[সবিতা বাঁ হাত উপুড় করিয়া রাখিল]

না না উবুড় করে নয়, চিৎ করে রাখুন!

[সবিতা হাত চিৎ করিল]

হ্যাঁ। [সমীর **fountain pen**এর নিব দিয়া দূর হইতে নির্দ্দেশ করিয়া] দেখুন, ঐ যে রেখাটি, উপরের রেখাটিকে **cut** করেছে... ওতে কি বোঝাচ্ছে জানেন? মানসিক অশান্তি।
আর এই দেখুন, [নিবের ডগা দিয়া রেখাটিকে ঠেকাইয়া] এই যে **branch line** গুলো নিচের দিকে নেমেছে...এতে বোঝাচ্ছে ...উদ্বেগ। আর দেখুন, ঐ যে পাশের রেখাটি নীচে থেকে উপরে উঠে আবার নীচে নেমেছে...এতে বোঝাচ্ছে সুখ, শান্তি এবং আশা পূরণ।

সবিতা। কই, শেষের রেখাটি ত দেখতে পাচ্ছিনে··?

সমীর। ঐ দেখুন...ঐ পাশে! হাঁ, হাতটা একটু কাৎ করুন...আঃ [সহসা হাত ধরিয়া] এই দেখুন রেখাটা, দেখতে পাচ্ছেন, নীচে থেকে উপরে উঠেছে আবার নীচে নেমেছে।

[ঠিক এমনি সময়ে দাদাম'শায় হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন]

দাদা। বেশ···বেশ···কি হে ভায়া···এরই মধ্যে যে পাণি গ্রহণ করে ফেল্লে! হাঃ হাঃ হাঃ, দুদিন সবুর কর।

[দাদামশায়কে দেখিয়া দুজনে হাত ছাড়াইয়া লইল]

সবিতা। ছিঃ দাদামশায়, আপনি বড় অসভ্য...এই [ঢোক গিলিয়া] এই দিদি, হাত দেখাবার কথা বলছিল কিনা, তাই না উনি দেখছিলেন...!

দাদা। হ্যাঁ...হ্যাঁ... তাত বটেই... তাত বটেই...তা ভায়া, এই, ছোড়দির বিয়েটা কবে দেখলে ?

সবিতা। দাদামশায়, আপনি...আপনি...আমাকে

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল]

সমীর। [অপরাধীর ন্যায়] এই...হ্যাঁ...দেখুন, গণৎকারের কথা উঠল কিনা...ঐ **suit-case**টা খুঁজে দেবার জন্য—তাই ও'র হাত দেখছিলাম...এক সময় একটু চর্চ্চা করেছিলাম কিনা !

দাদা। বেশ...বেশ...এতে আর দোষটা কি... ওত হয়েই থাকে ভায়া হয়েই থাকে...!

[ইন্দু প্রবেশ করিল]

ইন্দু। ছোট গিন্নীকে আপনি কি বলেছেন দাদামশাই, কেঁদে কেটে সে ভাসিয়ে দিলে।

দাদা। এখন কাঁদছে...কিন্তু চোর যখন ধরা পড়বে তখন হেসে গড়িয়ে পড়বে। শুনছো ভায়া, বড় গিন্নী যে গণৎকার লাগিয়েছেন, চোর ধর্ব্বার জন্য।

ইন্দু। কি রকম !

সমীর। এই আমাকে সেদিন গণৎকারের কথা বলছিলেন...তা, আমার কয়েকটা ভাল **firm** জানা আছে...যদি বলেন...

ইন্দু। বলাবলি আর কি...এ কর্ত্তেই হবে...। তুমি যদি ভারটা নেও, বড় গিন্নীর মুখ ঝামটা থেকে ত বেঁচে যাই !

দাদা ভায়া, এ কিন্তু খাল কেটে কুমীর ঢোকান হচ্ছে...শেষে পস্তাতে না হয়!

ইন্দু। কুচ পরোয়া নেই—কুমীর যদি আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারে, তা হলে আমি আমার স্বত্ব ছেড়ে দেব।

দাদা। কি বল মাষ্টার...পার্ব্বে ?

সমীর। নিশ্চয়ই— ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

—(•)—

Combined Astrological and Investigation Department.

[ঘরের দেওয়ালে নানা রকম পোষ্টার—কয়েকটিতে নানা রকমের রেখা সম্বলিত হাতের ছবি, কয়েকটিতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রের চিত্র, আবার কয়েকটিতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ।

ঘরের মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে দুই খানি টেবিল। এক খানি টেবিলে স্তূপীকৃত ফাইল. Calling bell, Telephone। অন্যটির উপর লাল শালুতে জড়ান খানকতক পুঁথি, ছোট বড় নানা রকমের lens, খানকতক কুষ্টি এবং একটি ঘণ্টা।

প্রথম টেবিলে নির্মল shirt এবং short পরিয়া কাজে নিবিষ্ট। ফাইলের পর ফাইল ঘাঁটিতেছে। কখনও calling bell টিপিতেছে, কখনও বা phone করিতেছে। কাজের চাপে যেন ব্যস্ত।

অন্য টেবিলে বিনয় জ্যোতিষীর সাজে lens লইয়া একটি লোকের হাতের রেখা দেখিতে ব্যস্ত।]

[এমন সময় ইন্দু, সবিতা এবং সমীর প্রবেশ করিল]

[দরোয়ান তাহাদিগকে চেয়ারে বসাইল]

সমীর। [সহসা দাঁড়াইয়া] দেখুন...

দরোয়ান। থোড়া সবুর কিজিয়ে বাবুজী—পণ্ডিতজীকা আভি ফুরসত নিহি হ্যায়।

সমীর। ওঃ [থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল]

বিনয়। [লোকটির হাত ছাড়িয়া দিয়া] ঘাবড়াও মাৎ, বিলকুল লাভ হোগা—পরশু রোজ ঔর এক দফে আনে চাহিয়ে।

লোক। বহুৎ খোস হুয়া পণ্ডিতজী। পরনামী লিজিয়ে [টাকা প্রদান]

বিনয়। হুঁয়া রাখ দেও।

[লোকটি টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল]

[বিনয় ধীরে ধীরে ইন্দু প্রভৃতির দিকে চাহিয়া]

বিনয়। কি প্রয়োজন আপনাদের ?

সমীর। [দাঁড়াইয়া] দেখুন···আমাদের একটি জিনিষ হারিয়েছে।

বিনয়। আঃ—ওসব শুনতে চাইনে। সামুদ্রিক না জ্যোতিষ বিচার ?

কিঃ দুয়েরই সমান—প্রতি জন ১৬৲ টাকা। তিন জনের তিন যোগং ৪৮৲ টাকা।

সমীর। যেটা আপনার অভিরুচি।

বিনয়। কুষ্টি এনেছেন ?

সমীর। আজ্ঞে না।

বিনয়। বেশ! তাহলে সামুদ্রিক বিচারই হবে—আসুন, আপনার হাত দেখি!

[সমীর ইতঃস্তত করিতে লাগিল] এই খানে বসুন, স্থির ভাবে!

সমীর। আমার হাত দেখতে হবে না...এই ভদ্রমহিলাটির...

বিনয়। [মৃদু হাসিয়া] ওঃ, আপনার হস্ত রেখা বিচার কর্ত্তে হবে! [সবিতা উঠিবার উপক্রম করিল] থাক্, থাক্, আপনাকে আর উঠতে হবে না। আপনার মুখের রেখা দেখেই আমার বক্তব্য বলবো, পরে প্রয়োজন হলে আপনার হাতের রেখা বিচার কর্ব্ব। আমার দিকে স্থির দৃষ্টে তাকান দেখি।

[সবিতা মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল। পরে লজ্জায় মুখ নীচু করিল] না—না, আয়ত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—লজ্জা কর্ব্বেন না। এ বিদ্যা অতীব কঠিন—মুখ খানি ভাল করে না দেখতে পেলেত' বিচার হবে না। [সবিতা মুখ তুলিল] হ্যাঁ... ঠিক হয়েছে।

দেখুন, আপনার মানসিক অশান্তি অত্যন্ত প্রবল। বিদেশে দ্রব্য নাশ, পুনঃ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, পরিণামে মানসিক শান্তি।

ইন্দু। অনুমতি করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

বিনয়। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারেন—সন্দেহ ভঞ্জন করাইত আমাদের ব্যবসা।

ইন্দু। আচ্ছা, বিদেশে দ্রব্য নাশ বল্লেন, দ্রব্য নাশ হয়েছে, না হবে ?

বিনয়। [ধ্যানস্থ হইয়া কিছুক্ষণ থাকার পর] ভারতবর্ষের পশ্চিমে এক প্রসিদ্ধ নগরীতে চর্ম্ম পেটিকা এবং তন্মধ্যস্থিত দ্রব্য চোর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়েছে...।

ইন্দু। [বিস্ময়ে] আশ্চর্য্য ! আচ্ছা, পুনঃ প্রাপ্তি কতদিনে হবে এবং কি উপায় অবলম্বন কর্ত্তে হবে, যদি অনুগ্রহ করে বলে দেন !

বিনয়। পুনঃ প্রাপ্তি কিঞ্চিৎ সময় সাপেক্ষ। তবে কিছু অর্থ যদি ব্যয় কর্ত্তে প্রস্তুত থাকেন, তা হলে আমাদের ঐ অনুসন্ধান বিভাগ ভার নিতে পারে।

ইন্দু। আর একটা কথা।

বিনয়। নিঃসঙ্কোচে বলুন।

ইন্দু। মানসিক শান্তির কথা যা বল্লেন, সেটা ঠিক বুঝতে পাল্লেম না। দ্রব্য প্রাপ্তি জনিত শান্তি, না অন্য কোন অবস্থা ঘটিত শান্তি ?

বিনয়। [সবিতার প্রতি] এইবার আপনার বাম হস্তখানি প্রসারিত করে আমার সন্মুখে ধরুণ দি'কি [সবিতার তথা করন]

[বিনয় lens দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত হস্তরেখা দেখিয়া] দ্রব্য প্রাপ্তির সঙ্গে স্বামী প্রাপ্তি যোগ দেখা যাচ্ছে—এই দুই কারণে পরিপূর্ণ শান্তি উপভোগ কর্ব্বেন—তাও অবিলম্বে।

ইন্দু। অনুসন্ধানের ভার যদি আপনাদের উপর দিই, তা হলে কত ফিঃ লাগবে ?

বিনয়। আমাদের ঐ অনুসন্ধান বিভাগে খোঁজ কল্লেই জান্তে পার্ব্বেন। ওখানে এই কাগজটা দেবেন, তা হলে সব খবর পাবেন।

[এক খণ্ড কাগজে কি লিখিয়া দিল]

[বিনয় ঘণ্টা বাজাইল]

দরোয়ান। [প্রবেশ করিয়া] কেয়া হুকুম...।

বিনয়। সেন সাহাবকো ভেজ দেনা। আউরাৎ লোক আয়া ?

দরো। জী। বহুৎ আউরাৎ অন্দরমে খাড়া রহা।

বিনয়। চলিয়ে...আমাকে একবার ভিতরে যেতে হবে...।

ইন্দু। আসুন...আপনার ফিঃ...

বিনয়। ঐ বাক্সে দিন।

ইন্দু। নমস্কার।

বিনয়। জয়স্তু। [খড়ম পায়ে দিয়া প্রস্থান]

ইন্দু। সমীর, তুমি Investigation Departmentএ খোঁজ নাও, আমি চারটে বাজতে না বাজতেই ঘুরে আসছি [প্রস্থান]

নির্ম্মল। [প্রবেশ করিয়া] কি চান আপনারা ?

সমীর। [কাগজ খণ্ড দিয়া] এই নিন্।

নির্ম্মল। [কাগজ পড়িয়া] হ্যাঁ দেখুন, বিদেশের ব্যাপার...খরচ একটু বেশী পড়বে। এখন ৫০৲ টাকা ফিঃ জমা দিতে হবে। পরে জিনিষ পাওয়া গেলে—মোট দামের শতকরা ১০৲ টাকা দিতে হবে। রাজী থাকেন ত, আমরা ভার নিতে পারি।

সমীর। হ্যাঁ, আমারা রাজী।

নির্ম্মল। বেশ। কি কি জিনিষ হারিয়েছে, তার যদি একটা list দিতে পারেন ত ভাল হয়।

সমীর। সবিতা দেবি—একটা list দিতে পার্ব্বেন ?

সবিতা। দেখি, যতদূর মনে আছে। একটা slip···

নির্ম্মল। এই নিন। [slip দিল]

[সবিতা list করিয়া মিঃ সেনের হাতে দিল]

নির্ম্মল। দেখুন বিদেশে চুরি হয়েছে। একটু সময় লাগতে পারে। কতদিন আপনারা wait কর্ত্তে পার্ব্বেন ?

সমীর। বেশী দিন wait কর্ত্তে না হয়, তার ব্যবস্থা কর্ব্বেন। আপনাদের firm এর নাম শুনেই আমরা এসেছি। আশা করি শীঘ্র কাজটা শেষ করে দেবেন।

নির্ম্মল। নিশ্চয়ই। honesty, dexterity and promptness আমাদের মূল মন্ত্র—ফল দেখে বিচার কর্ব্বেন। টাকাটা আজই দিলে, আজই investigation সুরু করে দিতে পারি।

সমীর। এই নিন। [৫০৲ টাকা প্রদান]

সবিতা। একি ? আপনি টাকা দিলেন কেন ? না—না—তা হবে না...

সমীর। এখন ত আমি দিই···পরে না হয় সুদ শুদ্ধ পুষিয়ে দেবেন।

সবিতা। [মিঃ সেনকে]...একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি ?

নির্ম্মল। Certainly, বলুন।

সবিতা। জিনিষ না হয় উদ্ধার করে দেবেন, কিন্তু চোরের কি কর্ব্বেন ? তাকে কি ধর্ত্তে পার্ব্বেন ?

নির্ম্মল। [হাসিয়া] আপনি নিশ্চিত থাকুন—শেষ জিনিষটি যখন আপনার কাছে পৌঁছুবে. চোরকেও সেই সঙ্গে আপনার কাছে হাজির করে দেব ? এর আর নড় চড় হবে না। তারপর তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা হয় কর্ব্বেন—খালাস দিতে হয় খালাস দেবেন, আর গ্রেপ্তার করতে চান, গ্রেপ্তার কর্ব্বেন ! তবে আমার পরামর্শ যদি নেন, তা হলে গ্রেপ্তার করাই আপনার পক্ষে safe। ভবিষ্যতে আর কোন উৎপাত কর্ত্তে পার্ব্বে না।

[ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল]

দেখুন, আমাকে একবার ভিতরে যেতে হবে...নমস্কার—

[সবিতা এবং সমীর উভয়ে যুক্তকরে নমস্কার করিল]

[মিঃ সেন চলিয়া গেল]

সবিতা। Wonderful। কপালের রেখা দেখে বলে দিলে চোর ধরা পড়বে—simply astounding !

সমীর। পড়বে কি, পড়েছে মনে করুন না—আপনি ভাববেন না সবিতা দেবী—I pledge my life for it.

সবিতা। কি যে বলেন Sir ! আমার জন্য আপনার বড় কষ্ট হ'ল !

সমীর। কষ্ট ! এ আমার কর্ত্তব্য ! জানেন, আপনার ভাল মন্দের ভার আমার উপর—শিক্ষকের দায়িত্ব কতটা তাত' জানেন সবিতা দেবী !

সবিতা। [হাত ঘড়ি দেখিয়া] উঃ, চারটে বেজে গেল ! চলুন যাই—জামাই বাবু বোধ হয় আর এলেন না।

সমীর। চলুন···।　　　[উভয়ের প্রস্থান]

[নির্ম্মল এবং বিনয় প্রবেশ করিল]

নির্ম্মল। Heavenly beauty ! বিনয়দা, সমীরদার বউ সত্যিই সুন্দরী ?

বিনয়। দুদিন বাদে যে I. C. S দেবে, তার বৌ সুন্দরী হবে না ত, তোর আমার বউয়ের মত হবে !

নির্ম্মল। বিনয়দা—সবিতা দেবীর suit-caseএ, তার একখানি ছবি আছে না ? সে খান নিয়ে বাঁধিয়ে রাখবো—পাশে থাকবে সমীরদার ছবি ! কি রকম হবে বলতো ?

বিনয়। সবিতা দেবীর ছবি নিবি কিরে ? না—না—এ ঠিক হবে না—পরের দ্রব্য চুরি করা পাপ জানিস্ ত'।

নির্ম্মল। বেশ ! ও ছবি নাই নিলাম—হীরেনকে দিয়ে একটা কপি করিয়ে নেব—তাতে ত আপত্তি নেই ?

বিনয়। আচ্ছা— আচ্ছা—তাই নিস্। চল, এখন যাই--উঃ, দাড়ীটা বড্ড কুট্ কুট্ কচ্ছে।

নির্ম্মল। কষ্ট না কল্লে কি কেষ্ট মেলে দাদা...এ যে সহ্য কর্ত্তেই হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

[সবিতা বই লইয়া পড়িতেছে আর মাঝে মাঝে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে]

আরতি। [প্রবেশ করিয়া] সকাল বেলায় বাগানে এসে জুটেছিস্, চা টা খাবিনে ? দাদাম'শায় যে খুঁজে খুঁজে হয়রান...

সবিতা। কেন? রসিকতা কর্বার বুঝি আর লোক জোটেনি...না বাপু, দিন রাত আর ঠাট্টা ভাল লাগে না।

আরতি। ঠাট্টাই ত শুধু করেন—কারু মনে ত কষ্ট দেন না। জানিস্ ত আমাদের তিনি কত ভালবাসেন। বুড়োবয়সে বাড়ী ঘর ছেড়ে বছরের মধ্যে ছ' মাসই এখানে পড়ে থাকেন।

সবিতা। তা কি আর জানিনে দিদি...কিন্তু এক এক দিন যার তার সামনে এমন ঠাট্টা করেন, লজ্জায় যেন মাথা কাটা যায়। সেদিন মাষ্টার মশায়ের সামনে এমনি অপদস্থ কল্লেন! ছিঃ, তিনি কি মনে কল্লেন বলত?

আরতি। হ্যাঁরে, জিনিষ গুলোর কোন খোঁজ হ'ল? মাষ্টার মশাই কিছু বলছিলেন? শুধু শুধু কতকগুলো টাকাই হয়ত কোম্পানীকে দিতে হ'ল।

সবিতা। মাষ্টার মশায় ত রোজই একবার করে আফিসে যাচ্ছেন। কাল বলছিলেন, দু'এক দিনের মধ্যে হয়ত কিছু খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

আরতি। থাক্ গে—ওসব নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। বই টই কেনা হয়েছে ত? পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

সবিতা। সব বই মাষ্টার ম'শায় কিনতে দেননি, দু'এক খান মাত্র কিনিয়েছেন। বাকী গুলো তিনি যোগাড় করে এনেছেন। তার উপর এমন চমৎকার নোট লিখিয়ে দিচ্ছেন, যে বইয়ের আর দরকারই হচ্ছে না।

আরতি। [হাসিয়া] তাই বুঝি অত রাত্রি পর্য্যন্ত পড়ান?

সবিতা। সত্যি দিদি, ওঁর পড়ান শুন্তে এত ভাল লাগে যে উঠতে ইচ্ছে করে না—আর এত হাসির গল্প বলেন, যে না হেসে থাকতে পারা যায় না। তুমি যদি একদিন শোন—

আরতি। সত্যি? আচ্ছা একদিন শুন্তে হবে তোর মাষ্টারের পড়ান।

ইন্দু। [প্রবেশ করিয়া] যাক্ দু'জনকেই একসঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। ছোট গিন্নী—শুভ সংবাদ আছে, বকসিস্ চাই—

আরতি। কি, চোরের খোঁজ পাওয়া গেল নাকি?

ইন্দু। হ্যাঁ—এক চোরের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। বলি, [সবিতাকে] রংপুরের মনচোর যে আসছেন!

সবিতা। আবার!

আরতি। হ্যাঁগা, সত্যি আসছে? চিঠি লিখেছে নাকি?

ইন্দু। হ্যাঁগো, হ্যাঁ—লিখেছে। ছোট গিন্নীর হাসি যে আর ধরছে না!

সবিতা [ক্রোধে] ভাল হবে না বলছি...

আরতি। কবে আসবে লিখেছে, বল'না।

ইন্দু। যে দিন তোমার ভগ্নীর মর্জ্জি হবে। কালই বল, কাল। পরশু বল, পরশু। [সবিতাকে] কি গো হুকুম হোক্।

আরতি। কি যে ন্যাকামী কর। সত্যি বলনা, কবে আসছে?

ইন্দু। সে তোমার ঐ ভগ্নীর উপর নির্ভর কচ্ছে। উনি যদি বলেন, কাল আসুক, কালই সে চলে আসবে। শুধু আসা নয়, গাঁটছড়া বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি বলি কি... এঁ্যা...এই ঘরের জিনিষ পরকে বিলিয়ে দিয়ে কি হবে?

সবিতা। সকাল বেলায় আমাকে রাগাবেন না বলছি—ভাল হবে না। আমার কোন কথায় আপনাকে থাকতে হবে না।

ইন্দু। ওঃ বাবা! এতবড় একটা শুভ সংবাদ দিলাম, কোথায় ভাবলাম, মোটা রকম বকসিস্ পাব—তা নয়, একবারে ফোঁস্! [রাগের ভান করিয়া] দেখ, বড় গিন্নী—আমি এর মধ্যে নেই, তোমার বোন, তুমি যা হয় কর। ইচ্ছে হয় বিয়ে দাও, না হয় চিরকাল আইবুড়ো করে রাখ। আর রংপুরের ছেলে যদি এসেই পড়ে—পারেন ত, তোমার বোন যেন তাকে বশ করেন। তিনি আসবেন কিন্তু পরশু বেলা পাঁচটা, ৩৬ মিনিট, ৩ সেকেণ্ডে। [প্রস্থান]

সবিতা। [গাঢ়স্বরে] দিদি...

আরতি। ছিঃ, কাঁদতে নেই! ওঁর কথায় কি রাগতে আছে? জানিস্ ত, দিন রাত তোর সঙ্গে ঠাট্টা করেন! ভাবিসনে বোন, যা কর্ব্বার উনিই কর্ব্বেন!

সবিতা। না—আমার জন্য কাউকে কিছু কর্ত্তে হবে না! একে আমি নিজের জ্বালায় মরছি, তার উপরে সামনে পরীক্ষা। না—না দিদি কিছু কর্ত্তে পাবে না—তোমাদের কোন কথা আমি শুনবো না—

আরতি। ছিঃ ভাই, ওকথা বলতে নেই! এক্ষুনি ত আর বিয়ে হচ্ছে না। এখন দেখতে চাচ্ছে—দেখে যাক্। কি বলিস্ লক্ষীটি, অমত করিস্ নে বোন!

সবিতা। না—না দিদি, এ আমি পার্ব্বো না, কিছুতেই পার্ব্বো না। আমাকে কেটে ফেল্লেও কারু সামনে এখন দাঁড়াতে পার্ব্বো না।

আরতি। তবে মিছামিছি দিল্লী থেকে এলি কেন? দিন কতক থেকে এলেই ত' পাত্তিস?

সবিতা। জামাই বাবুর তাড়াতেই না আসতে হ'ল! এত ব্যাপার জানলে, আমি কক্ষন আসতাম না।

আরতি। যা হয় কর বাপু! ভদ্রলোকের ছেলে যদি এসে পড়ে, তখন কি হবে বলত?

সবিতা। বল,' বিয়েতে তার মত নেই—তা হলেই সব গোল চুকে যাবে।

আরতি। সত্যিই কি এই বিয়েতে তোর মত নেই? সইমা যে কতদিন ধরে তোর পথ চেয়ে বসে আছেন। মার বড় ইচ্ছে ছিল যে সইমার ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেন! তিনি ত আর দেখে যেতে পাল্লেন না! আমার কথা শুনবি কেন? মা থাকলে কি না বলতে পাত্তিস?

সবিতা। [আরতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া] দিদি ভাই—কোন্ দিন তোমার কথা আমি শুনি নি! দুটো দিন ভাববার সময় দাও দিদি, তারপর যা বলবে, তাই কর্ব্বো। বল দিদি, দেবে?

আরতি। বেশ···বেশ...তাই হবে...কিন্তু কি বলবো তাদের, তাই ভাবছি!

সবিতা। যা ভাববার তুমি ভাব দিদি,আমাকে আর এর মধ্যে টেনো না।

দাদা। [প্রবেশ করিয়া] হ্যাঁরে, একি শুনছি, তুই নাকি তোর দিদিকে অপমান করেছিস?

আরতি। আমাকে!

দাদা। ঐ একই হ'ল...তোমাকে না হয় তোমার হৃদয়বল্লভকে... [সবিতাকে] ওরে ছোড়দি, হলো কি ?

সবিতা। হবে আবার কি ? দিন রাত কানের কাছে এক কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর কল্লে ভাল লাগে।

দাদা। নিশ্চয়ই—দিন রাত কি ভাল লাগে ? এক আধবার হয় তাও না হয় সহ্য হয়। কি বলিস দিদি। বলি শেষে রংপুরের রাঙ্গা ছেলেই তোর মনে রঙ ধরালো—আর সব ফাঁকি পড়ল ?

আরতি। আর সব কে কে দাদামশায় ?

দাদা। কেন ? এই কলকাতার আর আগ্রার।

আরতি। হ্যাঁ, এবার সব ফাঁকি।

দাদা। কি রকম ?

আরতি। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন। উনি ত একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। কি করা যায় বলুন ত দাদামশায়, রংপুরের ছেলেকে এখন কি বলি।

দাদা। হাঁা, এ এক সমস্যা বটে! তা, ও যখন এখন বিয়ে কর্ত্তে চাইছে না, তখন দরকার কি পীড়াপীড়ি করে ?

আরতি। তা না হয় হঁল' কিন্তু তাদেরকে ত' কিছু জানাতে হবে।

দাদা। হ্যাঁ...তা ত হবেই। রাঙ্গা মাছটি ছিপ ছিঁড়ে না পালায় তাও দেখতে হবে...। এক কাজ কর। আপাততঃ ছোড়দির একখান ফটো পাঠিয়ে দে। যদি পছন্দ করে, তারপর যেন দেখতে আসে। তখন সত্যিকারের মানুষটিকে না হয় দেখিয়ে দেব। কি বলিস্‌রে, এতে ত রাজী ? হ্যাঁ, ভাল ফটো আছে ত ?

আরতি। কই আর আছে! দেখি সুবোধকে বলে Studio থেকে যেন ভাল করে একখান ছবি তুলিয়ে আনে—

দাদা। হ্যাঁ, বেশ...ভাল করে। দেখেই যেন রংপুরের ছেলে পছন্দ করে—

আরতি। তাই বলিগে—যাই, উনি হয়ত আবার রেগে টং হয়ে আছেন!

[প্রস্থান

দাদা। হাঃ—হাঃ—হাঃ, ওরে ছুটকী, বলি, কাকে আবার মনে ধরলো?

সবিতা। কাকে আবার, তোমাকে!

দাদা। হাঃ—হাঃ—হাঃ, বুঝিরে দিদি সব বুঝি! বুড়ো হয়ে চুল পেকে গেল, দাঁতও পড়তে লেগেছে। সবই বুঝিরে দিদি, সবই বুঝি। তবে তোর ঠানদি নেই, বলিই বা কাকে, আর বোঝাই বা কাকে? বলি, মাষ্টার পড়াচ্ছে কেমন?

সবিতা। খুব ভাল।

দাদা। হাঃ হাঃ হাঃ, সেত' হবেই...সেত' হবেই...অমন সুন্দর চেহারা যার...তার যে সবই ভাল। বলি, মাষ্টার মন খুলে পড়ায় ত'—না ইসারায় কাজ সারে?

সবিতা। ইসারায় কি রকম?

দাদা। এই [কাশি]...দেখ...তোর ঠানদির বিয়ের পর...তাকে প্রথম ভাগ পড়াতে বসতাম...কি হ'ত জানিস? সে হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত...আমিও তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকতাম। এমনি রোজই হ'ত...প্রথম ভাগ আর শেষ হলো না। বলি, মাষ্টার কি এই রকম করে পড়ায় নাকি?

সবিতা। যান্, আপনাকে আর কোন কথা বলবো না...সব তাতেই ঠাট্টা...! [প্রস্থান]

দাদা। এই ঠাট্টাই এক দিন মিষ্টি লাগবে রে...তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই ঠাট্টাই শুনতে আসবি। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

ষ্টুডিও

—(*)—

[ঘরের ভিতরটা দুভাগ করা। সামনের অংশটি চেয়ার টেবিল দিয়া সজ্জিত—পিছনের অংশটি পর্দা দিয়া পার্টিসন করা। **Dark room** রূপে ব্যবহৃত হয়।

সামনের অংশটি অন্ধকার, কেবল **dark room**এ লাল আলো জলিতেছে—তাহার মৃদু আলোকে সম্মুখের অংশটিও রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। **Dark room**এর ভিতরে ছোট্ট একটি টেবিল, টেবিলের উপরে নানা রকমের শিশি, **washing dish, measure glass** প্রভৃতি ছড়ান আছে।

হীরেন **dark room**এ কাজ করিতেছে, মাঝে মাঝে **negative** লইয়া পরীক্ষা করিতেছে]

নির্ম্মল। [প্রবেশ করিয়া] হীরেন আছিস নাকি রে?

[নির্ম্মলের ডাক শুনিয়া হীরেন **dark room** হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আলো জালিল]

হীরেন। কে ? নির্ম্মল ? আয় আয়, বোস—হাতটা ধুয়েই আসছি।

[নির্ম্মল বসিল। হীরেন ভিতর হইতে হাত ধুইয়া আসিল।]

হীরেন। কি রে, ব্যাপার কি ? হঠাৎ কি মনে করে ?

নির্ম্মল। ঠেলায় পড়লেই আসতে হয়। হ্যাঁরে, সমীরদার সেই ফটোটা আছে তোর কাছে ? পশ্চিমে যাবার আগে যেটা তুলিয়েছিল ?

হীরেন। দেখি, থাকতে পারে। কেন বল ত ?

নির্ম্মল। আন ত আগে, তার পর বলবো।

[হীরেন পাশ হইতে Album খুঁজিয়া ছবি বাহির করিল।]

হীরেন। এইটে ত ?

নির্ম্মল। হ্যাঁ—এইটে। দেখ, এই ছবিখানা enlarge করে দিতে হবে, বিশেষ দরকার। [সবিতার ছবি বাহির করিয়া] আর দেখ, এই মেয়েটির ছবিখানাও enlarge করে দিতে হবে—দুটোই এক size হওয়া চাই, খুব জরুরী।

হীরেন। অত তাড়া কিসের ? দেখি [ছবি লইয়া] বাঃ, চমৎকার সুন্দরী ত ! বলি এটি কে ? তোর কেউ নাকি রে ?

নির্ম্মল। আরে না— না:— সমীরদার would-be wife, হবু বৌ। ছবি দুখানা বাঁধিয়ে পাশাপাশি রেখে দেব। সমীরদার বিয়ের সময় present কর্ব্ব।

হীরেন। Present কর্ব্বি ! তার চেয়ে এক কাজ কর না। একটু noveltyও হবে আর pair টিকেও বেশ মানাবে। বলিস ত, সেই রকম করে দিই ?

নির্ম্মল। কি রকম !

হীরেন। দেখ, এই মেয়েটি বসে আছে ত'— এই ছবির সঙ্গে সমীরের ছবি combine করে দেব। মনে হবে যেন সমীর মেয়েটির ঘাড়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন বর কনে...

নির্ম্মল। সত্যি ঐ রকম কর্ত্তে পার্ব্বি? চমৎকার হবে কিন্তু, হীরু এ তোকে কর্ত্তেই হবে— একেই বলে বুঝি তোদের trick photography? কবে দিবি বলত?

হীরেন। একটু খাটুনি আছেরে—আচ্ছা, কাল বিকেলে তোদের হোষ্টেলে দিয়ে আসব— দেখিস বিয়ের সময় যেন বাদ দিসনে!

নির্ম্মল। আমরা যদি বা বাদ পড়ি কিন্তু তুই বাদ যাবিনে...তুইইত দুজনকে মিলিয়ে দিবি, তুই হবি photographer ঘটক। আচ্ছা, তুই এখন কাজ কর—তোকে আর disturb কর্ব্বো না [কিছুদূর যাইয়া] ভুলিসনে যেন। [প্রস্থান]

হীরেন। আচ্ছা—আচ্ছা, তাই হবে।

[নির্ম্মল চলিয়া গেলে হীরেন Dark roomএ কাজ করিতে লাগিল। এমন সময় ক্রিং ক্রিং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, হীরেন তাড়াতাড়ি Dark room হইতে বাহির হইয়া switch টিপিয়া আলো জ্বালিল এবং দরজার নিকট গিয়া]

হীরেন। আসুন, ভিতরে আসুন।

[সবিতা এবং সুবোধ প্রবেশ করিল]

সুবোধ। দেখুন, আমার এই sister এর একখানা ছবি তুলতে হবে— first class finish চাই। কি রকম চার্জ্জ পড়বে?

হীরেন। আজ্ঞে,—আমার কোন special demand নেই, কাজ

দেখে দাম দেবেন—ছবি পছন্দ না হলে reject করে দেবেন, এক পয়সাও charge লাগবে না।

সুবোধ। এখন আপনার সময় হবে, না wait কর্ত্তে হবে?

হীরেন। না-না—wait করতে হবে কেন—এক মিনিটের মধ্যে আমি হাতের কাজটা সেরে আসছি—ততক্ষণ Album গুলো দেখতে লাগুন।

[Album দিয়া হীরেন dark roomএ ঢুকিল]

সবিতা। [ছবি দেখিতে দেখিতে চমকিয়া] সুবোধ দা!

সুবোধ। কিরে চমকে উঠলি যে!

সবিতা। এই দেখ, আগ্রার সেই S. Chartterjee?

সুবোধ। S. Chatterjee! দেখি দেখি— [ছবি দেখিতে লাগিল]

সবিতা। আমার সন্দেহ হচ্ছে—এই সেই, ঠিক এই dressএ যেন তাকে দেখেছিলাম।

সুবোধ। ঠিক মনে আছে ত? না সন্দেহ হচ্ছে?

সবিতা। ঠিক মনে নেই—কিন্তু সন্দেহ আমার খুব হচ্ছে। সুবোধদা... ফটোগ্রাফারকে একবার ডেকে জিজ্ঞাসা কর না?

সুবোধ। আচ্ছা—আচ্ছা সে হবেখন। ফটো তোলা ত আগে শেষ হোক।

[ফটোগ্রাফার প্রবেশ করিল]

হীরেন। Yes. I am ready. আচ্ছা এই চেয়ার খানায় বসুন ত। [সবিতা বসিল] একটু কাৎ হয়ে। হঁা, ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে রাখুন। হঁ্যা—এইবার আমি ক্যামেরা ঠিক করে নিই।

[ক্যামেরা ঠিক করিতে লাগিল]

হ্যাঁ—এইবার ক্যামেরার দিকে চেয়ে থাকুন...একটু হাসি হাসি মুখ করে। [সবিতা হাসিয়া ফেলিল]

সুবোধ। এই হাসিস্ নে।

হীরেন। না—না—হাসবেন না একটু হাসি হাসি মুখ করুন। হ্যাঁ—চোখ দুটো অত বড় কর্ব্বেন না, বেশ একটু ঢুলু ঢুলু ভাব করুন। হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে। এইবার আমি একবার দেখে নিই। [ছবি দেখিতে গেল] সামনে তাকান—হ্যাঁ...আঃ, ঘাড়টা অতটা বেঁকাবেন না—আপনি ওঁর ঘাড়টা একটু সোজা করে দিন না...[সুবোধ সোজা করিয়া দিল] হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। [বাহিরে আসিয়া সবিতাকে দেখিয়া] এই গোলাপের কুঁড়িটি, দুটি আঙ্গুলে ধরে রাখুন ত। বেশ হয়েছে। আর একবার দেখে নিই, [দেখিয়া] চমৎকার! [বাহিরে আসিয়া] এইবার সামনের দিকে তাকান, হ্যাঁ...One, Two, Three. Finished. [হাসিয়া] আপনাকে কষ্ট দিলাম—মাপ কর্ব্বেন। [সবিতা মৃদু হাসিল]

সুবোধ। না—না—কষ্ট আর কি! ছবিটা এখন ভাল হলে হয়। হ্যাঁ—কবে দিতে পার্ব্বেন?

হীরেন। বিশেষ তাড়াতাড়ি আছে?

সুবোধ। হ্যাঁ, একটু জরুরী।

হীরেন। কাল হলে চলবে?

সুবোধ। তা চলবে...কখন আসতে হবে...?

হীরেন। না—না—আপনাকে আর আসতে হবে না—কাল তিনটে নাগাদ আমি আপনাদের বাড়ী পৌঁছে দেব। আপনাদের addressটা...

সুবোধ। 14 Lake Road.

হীরেন! ক' কপি নিয়ে যাব ?

সুবোধ। Half a dozen দেবেন—charge কিন্তু per copy টাকার বেশী দেব না।

হীরেন। [হাসিয়া] যা হয় দেবেন।

সুবোধ। ওঃ, হ্যাঁ আর একটা কথা...লিলি, একলা বাড়ী যেতে পার্ব্বি ?

সবিতা। হ্যাঁ খুব পার্ব্ব...তা হলে আসি নমস্কার।

হীরেন। নমস্কার। [সবিতার প্রস্থান]

সুবোধ। দেখুন—কিছু মনে না করেন ত, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি...

হীরেন। বলুন না—I am at your service.

সুবোধ। [Album লইয়া সমীরের ছবিখান দেখাইয়া] দেখুন, এই লোকটির সম্বন্ধে কয়েকটি information জান্তে চাই। অনুগ্রহ করে জানালে বাধিত হব।

হীরেন। দেখুন, এটা আমাদের business etiquette এর বাইরে। এ request রাখা, সম্ভব বলে মনে হয় না।

সুবোধ। Informationটা পেলে বড় উপকার হ'ত। অবশ্য, আপনাকে ত force কর্ত্তে পার্ব্বো না। আচ্ছা, এটা কি

আমাকে বিক্রী কর্ত্তে পারেন না? যা দাম চাইবেন, দিতে রাজি আছি।

হীরেন। একখানি মাত্র কপি আমার কাছে আছে। আচ্ছা, এ ছবিটার জন্য এত আগ্রহ কেন বলুন ত? অবশ্য, জান্তে চাওয়াটা আমার jurisdictionএর বাইরে।

সুবোধ। এই ভদ্রলোকটি বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছেন— আত্মীয় স্বজন অনেক অনেক খোঁজ কচ্ছেন, কিন্তু কোথাও trace পাওয়া যাচ্ছে না—ছবি না হয়, addressটা যদি পাওয়া যেত!

হীরেন। এই ব্যাপার! আচ্ছা addressটা না হয় কোন রকমে জোগাড় করে দিতে পারি, কিন্তু ছবি দেওয়া অসম্ভব।

সুবোধ। Addressটা দিতে পারেন? দয়া করে যদি দেন, তাহলে সত্যিই একটা মস্ত উপকার করা হবে।

হীরেন। [Order book খুলিয়া দেখিয়া] এই নিন address, S. Chatterjee, Hindu Hostel.

সুবোধ। Nany thanks—কাল তা হলে যাচ্ছেন।

হীরেন। নিশ্চয়ই।

সুবোধ। আসি তা হলে, নমস্কার।

হীরেন। নমস্কার।　　[Dark roomএ প্রবেশ করিল]

চতুর্থ দৃশ্য

দরদালান।

—*—

[বাহিরে যাইবার পোষাকে সজ্জিত হইয়া ইন্দুপ্রকাশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় তাহার প্রিয় কুকুর "জিমি ছুটিয়া আসিল" ।]

ইন্দু। জিমি, জিমি—ভিতরে যাও...

[জিমি তবুও যায় না, ইন্দুর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু তাহার পায়ে হাত বুলাইল [

যাও...quick...

[জিমি গেল না দেখিয়া]

লছমন...উসকো লে যাও...আর দেখো, সোফারকে motor আন্‌নে বোলো ।

[লছমন প্রবেশ করিয়া কুকুর লইয়া চলিয়া গেল]

সুবোধ। [প্রবেশ কারয়া] এই যে জামাই বাবু, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ আছে।

ইন্দু। কি ব্যাপার কি ?

সুবোধ। S. Chatterjeeর বোধ হয় খোঁজ পাওয়া যাবে।

ইন্দু। S. Chatterjee! আগ্রার সেই চোর! কেমন করে খোঁজ পেলে ?

সুবোধ। না—ঠিক খোঁজ পাওয়া যাইনি—তবে একটা clue পাওয়া গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে ।

ইন্দু। কি রকম? তুমি দেখছি detective হয়ে উঠলে হে! ব্যাপার কি বলত ?

সুবোধ। কাল studio তে গিয়েছিলাম, লিলির ফটো তোলাতে।

তাদের Albumএ S. Chatterjeeর একখানা ফটো পাওয়া গিয়েছে—ছবি দেখেই লিলির খুব সন্দেহ হয়েছে।

ইন্দু। তার পর!

সুবোধ। ফটোগ্রাফারের কাছ থেকে ফটোখানি কিনতে চাইলাম—সে কিছুতেই রাজী হ'ল না।

ইন্দু। যাক গে—তার ঠিকানাটা জেনে নিলে না কেন?

সুবোধ। তা কি আর নিইনি—অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি…।

ইন্দু। সেখানে খোঁজ করেছিলে?

সুবোধ। করেছিলাম—কিন্তু কিছু করতে পারিনি—সেখানে তিন তিনটে J. Chatterjee আছে—কোনটা তা ঠিক করে উঠতে পাল্লাম না—কি করি বলুন ত?

ইন্দু। আচ্ছা, ফটোটা কোন রকমে জোগাড় কর্ত্তে পারা যায় না, **at any price?**

সুবোধ। আমি ত পারিনি—দেখুন, আপনি যদি পারেন—সে ত' আজ আসছে।

ইন্দু। কখন আসবে? বেলা যে তিনটে বাজে।

সুবোধ। এখুনই ত আসবার কথা।

[বেহারা Slip দিল]

ইন্দু। [পড়িয়া] দেখ ত হে, কে আসছে?

(ম্যানেজার প্রবেশ করিল)

সুবোধ। (আগাইয়া) আরে আপনি! আসুন, অসুন - একেবারে স্বয়ং এসে হাজির!

ম্যানেজার। নমস্কার।

ইন্দু। নমস্কার—আপনি?

সুবোধ। ইনি আগ্রা হোটেলের ম্যানেজার—আর ম্যানেজার বাবু, ইনি আমার ভগ্নীপতি, ইন্দুপ্রকাশ ব্যানার্জ্জী, advocate.

ইন্দু। আপনিই ম্যানেজার বাবু!

ম্যানেজার। আজ্ঞে হ্যাঁ—কলকাতায় একটা কাজে এলাম, ভাবলাম দেখা করে suit-caseটা দিয়ে যাই। কদ্দিন আর পরের বোঝা ঘাড়ে বয়ে বেড়াব'।

সুবোধ। তা হলে চোরেরকোন পাত্তা কর্ত্তে পাল্লেন না?

ম্যানেজার। না—ঠিক পারিনি—তবে একটু সন্দেহ হয়েছে।

সুবোধ। [বিস্ময়ে] কি রকম?

ম্যানেজার। আপনারা আগ্রার থেকে চলে আসার পর হোটেলে এই চিঠি খানা আসে। চিঠি পড়ে মনে হয়, ছেলেটি কলকাতায় হিন্দু হোষ্টেলে থাকে—এই সেই চিঠি। suit-caseটা আমি রেখে আর কি কর্ব্ব, সবিতা দেবীকে দিয়ে দেবেন। দেখুন, এই চিঠির সাহায্যে যদি কাজ উদ্ধার কর্ত্তে পারেন। আমার যথাসাধ্য আমি করিছি। আমার দোষ নেবেন না মশাই!

সুবোধ। না—না, আপনার কি দোষ—আপনি যথেষ্ট করেছেন।

ম্যানেজার। তা হলে ইন্দু বাবু—আমার একটা নিবেদন আছে, যদি রাখেন।

ইন্দু। বলুন না।

ম্যানেজার। আপনাদের মত বড় লোকদের জন্য বাঙ্গালী হয়ে বিদেশে হোটেল খুলে বসিছি। যদি দয়া করে আপনার friendsদের

আমার হোটেলের কথা বলে দেন। এবার দেখবেন, চুরি যাতে না হয়, তার কি ব্যবস্থা করছি।

ইন্দু। বেশ— বেশ— নিশ্চয় বলে দেব।

ম্যানেজার। তা হলে আসি—নমস্কার।

ইন্দু। একটু চা খেয়ে যাবেন না···?

ম্যানেজার। আজ্ঞে না—মাপ কর্ব্বেন। **acute dyspepsia**...[প্রস্থান]

ইন্দু। [ঘড়ি দেখিয়া] ওহে সুবোধ...তিনটে যে বাজে...তোমার ফটোগ্রাফার কই? এক্ষুনি যে আমাকে বেরুতে হবে।

সুবোধ। কি জানি···এখুনি আসবার ত কথা।

[ফটোগ্রাফারের প্রবেশ]

এই যে **just in time.** ফটো এনেছেন?

হীরেন। আজ্ঞে হঁ্যা—এই নিন। [প্যাকেট দিল]

ইন্দু। দেখি...দেখি...[ছবি দেখিয়া] বাঃ, চমৎকার হয়েছে ত! **pose**টিও বেশ হয়েছে··কত **charge** আপনাদের?

হীরেন। আপনাদের কি বলবো—পছন্দ হলে, যা হয় দেবেন।

ইন্দু। ওহে সুবোধ—দাও ২০৲ টাকা এনে।

সুবোধ। ২০৲ টাকা! আপনি যে ২৲ টাকা করে কপিতে রাজী হয়েছিলেন মশায়।

হীরেন। তা হয়েছিলাম···কিন্তু দেখুন, খাটুনি একটু বেশী হয়েছে... যা হয় দিন।

ইন্দু। ২০৲ টাকাই দিয়ে দাও হে···ও নিয়ে আর গণ্ডগোলকরো না—৮৲

টাকা না হয় ওঁকে reward দেওয়া গেল—যাও নিয়ে এস।

[সুবোধের প্রস্থান]

হীরেন। তা হলে কি Cash Memo লিখবো ?

ইন্দু। হঁ্যা—হঁ্যা...লিখুন।

[ক্যাস মেমো লিখিতে উদ্যত হইল, এমন সময় অন্য ফটোগুলি হাত হইতে পড়িয়া গেল]

ইন্দু। আঃ হাঃ হাঃ, পড়ে গেল [তুলিয়া] এই নিন। [ফটো দেখিয়া] একি ! এ কার ফটো ?

হীরেন। [থতমত খাইয়া] এক জন customer order দিয়াছিলেন··· দয়া করে ওটা ফিরিয়ে দেন...।

ইন্দু। [গম্ভীর ভাবে] এই ছোকরাটি কে...মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে ?

হীরেন। আজ্ঞে, পরিচয় ত জানিনে... অনেকদিন আগে তোলা হয়েছিল... reprint কর্ত্তে দিয়েছেন—দয়া করে ওটা ফিরিয়ে দিন... আজই আমায় delivery দিতে হবে, নইলে বিপদে পড়তে হবে ...।

ইন্দু। অনেক দিন আগে তোলা হয়েছিল !

হীরেন। হঁ্যা, Sir.

ইন্দু। দেখুন, আপনাকে একটা কথা বলি...কথাটি, যদিও বলবার নয় তবু না বলে পারছিনে। দেখুন, যে মেয়েটি বসে আছে, এ আমাদের একজন relation। একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে ছবি তোলা, এ আমি পছন্দ করিনে। এতে আমাদের prestigeএর হানি হয়।

হীরেন। আপনাদের relation ! তাত' আমি জানিনে··· তা আমাকে কি কর্ত্তে বলেন ?

ইন্দু। এটা আমি কিনতে চাই... I will give you a handsome price.

হীরেন। কি করে আপনাকে দিই, তাই ভাবছি। আমার customer যদি demand করেন, তা হলে কি বলবো...

ইন্দু। বলবেন, negativeটা accidentaly ভেঙ্গে গিয়েছে। negativeটা শুদ্ধ আমাকে দেন – যে দাম চাইবেন, আমি দেব। বলুন, দেবেন ? আমাদের positionটা একবার ভেবে দেখুন। আপনি ভদ্রলোক... আমাদের অবস্থাটা বুঝতে পার্ব্বেন। মেয়েটির বিয়ের আমরা · চেষ্টা করছি—তাই আপনাকে request করা···।

হীরেন। বেশ তাই হবে...এতটা জানলে এ group আমি তুলতাম না—দেখুন, দাম আপনাকে দিতে হবে না—এটা এমনিই আপনাকে দিচ্ছি...আর negativeটা studio থেকে আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি··· ।　　[যাইতে উদ্যত]

ইন্দু। আমার ছবির দামটা নিয়ে যান।

হীরেন। negativeটা এনে দিয়ে দাম নেব'খন...।　　[প্রস্থান]

ইন্দু। নাঃ, ব্যাপার ত কিছুই বুঝতে পারছিনে ! সবিতার পাশে এ ছোকরাটি কে ? দেখতে ত বেশ handsome ! সবিতার সঙ্গে কি জানাশোনা আছে ? নাঃ, আরতির সঙ্গে পরামর্শ না কল্লে চলছে না !

[সুবোধ প্রবেশ করিল]

সুবোধ। কই, ফটোগ্রাফার গেল কোথায় ? টাকার কি হবে ?

ইন্দু। এক কাজ করত' সুবোধ—তোমার দিদিকে ডেকে দিয়ে একবার এক্ষুনি ফটোগ্রাফারের studioতে যাও—টাকাটা দিয়ে আসবে আর একটা packet দেবে, নিয়ে আসবে। বুঝলে, দেরী করো না।

সুবোধ। ব্যাপার কি জামাইবাবু ?

ইন্দু। সে পরে শুন'...এখন যা বল্লাম তাই কর। [সুবোধের প্রস্থান] ব্যাপারটা সত্যই mysterious ! কিন্তু সবিতা, সবিতার সঙ্গে এর আলাপ হল কেমন করে ? নারী চরিত্র বুঝাই কঠিন !

আরতি। [প্রবেশ করিয়া] কি, এত জোর তলব কেন ?

ইন্দু। দেখ তোমার বোনের কীর্ত্তি। [ছবি দেখাইল]

আরতি। [ছবি দেখিয়া] একে ? লিলির পাশে একে ?

ইন্দু। আমি কি কিছু বুঝতে পাচ্ছি, যে বলবো—এক বলতে পারেন-তোমার বোন, সবিতা সুন্দরী—হ্যাঁ, তোমার বোনের পছন্দ আছে বলতে হবে। দেখ, ছবিখানা একবার দেখ', কেমন মানিয়েছে বল'ত ?

আরতি। [ছবিখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া] না—এ ছবি আমি দেখতে চাইনে—

ইন্দু। [ছবিখানি কুড়াইয়া লইলা] আহাঃ হাঃ, একবার দেখই না ভাল করে। [চোখের সম্মুখে ধরিল]

আরতি। [আড় চোখে দেখিতে দেখিতে চমকিয়া উঠিল] এঁ্যা, কি সর্ব্বনাশ! দেখ, দেখ, মাষ্টারের চেহারার ভাব আসছে না?

ইন্দু। হঁ্যা, কতকটা মেলে বটে! না—না—তা হবে কেমন করে?

আরতি। ওগো সত্যি, যতই দেখছি ততই যেন সন্দেহ বাড়ছে!

ইন্দু। মেয়ে মানুষের শুধু সন্দেহ করাই বাতিক—কোথাকার কে তার ঠিক নেই!

আরতি। ওগো না গো, না...তুমি একবার ভাল করে দেখ—

ইন্দু। দেখেছি গো! দেখেছি...আচ্ছা, সবিতার সঙ্গে কি আগে জানা শোনা ছিল?

আরতি। কি যে বল তুমি—এ হতেই পারে না—আমি ত সব জানি—ও তেমন মেয়েই নয়। তা ছাড়া ছবি তোলাবে, পর পুরুষের সঙ্গে? না—না এ অসম্ভব।

ইন্দু। আমারও তাই মনে হ'ত কিন্তু...

আরতি। দরকার নেই বাপু লিলিকে পড়িয়ে, তুমি মাষ্টারকে সরিয়ে দাও!

ইন্দু। কেন, তুমিই ত জেদ করে মাষ্টার লাগাতে বল্লে...

আরতি। ঘাট হয়েছে বাপু...আর কক্ষন বলবো না—দেখ, বাইরে যদি এ ব্যাপার প্রকাশ পায়—একটা কেলেঙ্কারী হবে...রংপুরের ছেলে হয় ত মেয়ে দেখতেই আসবে না।

ইন্দু। দেখি, ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে—ফট্ করে সন্দেহ করে ত ভদ্রলোককে ছাড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আরতি। যা হয় কর বাপু—আমার মাথার ঠিক নেই, আমি চল্লাম।

[যাইতে উদ্যত]

ইন্দু। শোন—সবিতাকে এ ছবির কথা যেন খবরদার বলো না। কি জানি, আজকালকার মেয়ে—কি করতে কি করে বসবে··· বুঝলে ?

আরতি। হ্যাঁগো হ্যাঁ...সেটুকু বুদ্ধি ঘটে আছে...।　　[প্রস্থান]

[সুবোধ প্রবেশ করিল]

ইন্দু। কিহে সুবোধ—**negative**টা পেলে ?

সুবোধ। আজ্ঞে না—ফটোগ্রাফারের দেখাই পেলাম না, কিন্তু আর একটা খবর পেয়েছি।

ইন্দু। কি খবর ?

সুবোধ। S. Chatterjeeর খবর পাওয়া গিয়াছে—হিন্দু হোষ্টেলের একটা ছেলের কাছ থেকে ! এ আমাদের **tutor,** সমীর চাটার্জ্জী।

ইন্দু। **Tutor,** সমীর চাটার্জ্জী ! সে কি আগ্রায় গিয়েছিল ?

সুবোধ। হ্যাঁ—যে সময় আমরা আগ্রা যাই ঠিক সেই সময়ে সেও যায়—এ যে চোর, তার আর কোন সন্দেহ নেই—তা ছাড়া, ম্যানেজারের চিঠিও **confirm** করছে।

ইন্দু। তা হলে কি কর্ব্বে ?

সুবোধ। কর্ব্ব আবার কি—**I will hand him over to the police,** উঃ, কি ভয়ানক লোক !

ইন্দু। না—না ওসব হাঙ্গামায় কাজ নেই—মানে মানে কোন রকমে বিদায় করে দাও ···।

সুবোধ। শুধু হাতে বিদায় করে দেব ! টাকা গুলো বুঝি মাঠে মারা যাবে ? কি বলছেন আপনি ? না—না—এ হতেই পারে না !

ইন্দু। মাথা গরম করো না সুবোধ—এখন পার ত' কোন রকমে বিদায় করে দাও পরে আমি নিজে তাকে জেরা করে, যা কর্ব্বার তাই কর্ব্ব।

সুবোধ। যা খুসী করুন আপনি—আমাকে যদি কিছু কর্ত্তে হয় **I shall whip him out of the house.** বাছাধনকে চুরি করার সুখটা ভাল করে বুঝিয়ে দেব...। [প্রস্থান]

ইন্দু। বেশ, বেশ, তাই করো···কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে।

পঞ্চম দৃশ্য।

ষ্টাডি রুম।

—(*)—

[সন্ধ্যা ৭টা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমীরের কোন খোঁজ নাই। সবিতা মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর কাগজ পত্র ছড়ান আছে। টেবিলের পর ল্যাম্প জ্বলিতেছে এবং টেবিল ফ্যানটি অকারণে বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে। বসিয়া বসিয়া সবিতা বিরক্ত হইয়া উঠিল]

সবিতা। নাঃ—পড়তে আজ মোটেই ভাল লাগছে না! মাষ্টার ম'শায় কেন যে দেরী কচ্ছেন, তাও বুঝতে পাচ্ছিনে! দিদির সঙ্গে **Talkie**তে গেলেই দেখছি ভাল হোত! যাবার জন্য কত সাধাসাধি কল্লে! শুধু মাষ্টার ম'শায়ের জন্য যেতে পাল্লাম না। কি জানি, যদি এসে ফিরে যান! মাষ্টার ম'শাইও এলেন না, **talkie**তেও যাওয়া হ'ল না। নাঃ —কি যে করি?

৬

[বই টই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল ! শেষে থাকিতে না পারিয়া Organএর নিকট গিয়া reed টিপিয়া অকারণে সুর বাহির করিতে লাগিল। পরে একটি করুণ গান ধরিল]

(গান)

আমি গো চলেছি একেলা।
দূর দিগন্তে ভেসে ভেসে যাই
সাজায়ে মেঘের ভেলা।
পথ হারা আমি, খুঁজি চারি ধারে,
কেহ নাহি মোর এ ঘোর আঁধারে,
শুধু দেখি ঐ আকাশের বুকে
বিজলী চমক খেলা।
মোর জীবনের রঙ্গিন প্রভাতে
আশা নিরাশার দোদুল দোলাতে
বুঝি বা ডুবিল তরীখানি মোর,
এই অবেলার বেলা।

[গান শেষ হইবার আগেই সমীর খান কতক বই হাতে করিয়া দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া মুগ্ধ নয়নে সবিতাকে দেখিতে লাগিল। গান শেষ হওয়ার পর সবিতা Organএর উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। মুখের উপর আলোক রশ্মি পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতে লাগিল।]

সমীর। [ধীরে ধীরে সবিতার নিকট গিয়া] সবিতা দেবী!

সবিতা। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া মৃদু হাসিয়া] কে? মাষ্টার ম'শায়?

আসুন...এত দেরী হল যে? আমি ভাবছিলাম, আজ বুঝি আর এলেন না!

সমীর। হঠাৎ একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল—তাই, তার সঙ্গে গল্প কর্ত্তে দেরী হয়ে গেল। সত্যি, আপনাকে আজ একটু অসুবিধায় ফেললাম!

সবিতা। না—না অসুবিধা আর কি। হাতে ও গুলো কি বই মাষ্টার ম'শায়?

সমীর। ওঃ হ্যাঁ--দেখুন, এই বই গুলো গণৎকারের অনুসন্ধান বিভাগ থেকে আপনাকে দেখবার জন্য দিয়েছে...দেখুন দিকি, এগুলো আপনার বই কিনা?

সবিতা। [উৎসুখ হইয়া] কই দেখি, দেখি! [হাতে লইয়া] বাঃ বাঃ, এযে আমার বই! কেমন করে তারা পেলে মাষ্টার ম'শায়? চোর বুঝি ধরা পড়েছে?

সমীর। না—চোর এখনও ধরা পড়েনি! শুনলাম, বই গুলো তারা পুরোনো দোকান থেকে উদ্ধার করেছে!

সবিতা। আর কোন জিনিষ পাওয়া যায়নি Sir, কাপড় চোপড়, চিঠি পত্তর, টাকা কড়ি?

সমীর। না এখনও পাওয়া যায়নি। তবে তাদের বিশ্বাস শীগগীর সব পাওয়া যাবে। আপনি অধীর হবেন না সবিতা দেবী! যেমন করেই হোক, এর সকটা কিনারা করিয়ে তবে আমি ছাড়বো।

সবিতা। না—না...আর আপনাকে কষ্ট কর্ত্তে হবে না—যথেষ্ট আপনি করেছেন। জিনিষ পাওয়া যায় ভাল, না যায় ক্ষতি নেই।

সমীর। কেন একথা বলছেন সবিতা দেবী?

সবিতা। এমনি বল্লাম! যার জন্য আমার ভাবনা, তার জন্য ত আপনার সাহায্য পাচ্ছি।

সমীর। আমি আর কতটুকু সাহায্য কচ্ছি—ইচ্ছা হয় ত, আপনাকে সমস্ত দুঃখ, ভাবনা, চিন্তার হাত হতে রক্ষা করি কিন্তু পারি কই সবিতা দেবী?

সবিতা। ঐ যাঃ, ৮টা বেজে গেল দেখছি! থাক, আজ আর পড়বো না মাষ্টার ম'শাই!

সমীর। না—না—একটু পড়ুন—কালকের পড়াটা না হয় revise করা যাক্। খুলুন ত বইটা!

সবিতা। আজ থাক্ মাষ্টার মশায়, রাত হয়ে গিয়েছে—আর মনটাও ভাল নেই।

সমীর। মন ভাল নেই? কেন, কেন সবিতা দেবী? আপনার জিনিষের জন্য ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কচ্ছি!

সবিতা। না—না—সে কথা বলছিনে......এমনি মনটা ভাল নেই! পড়াই হয়ত আর হবে না।

সমীর। পড়া হবে না! কেন! পড়ান'র ত আমি কোন গাফ্‌লিমি করিনে!

সবিতা। না—তা নয়...তবে...

সমীর। তবে...তবে কি সবিতা দেবী! ইন্দু বাবু কি আমার উপরে বিরক্ত হয়েছেন?

সবিতা। না—না...ওসব কথা মনে কচ্ছেন কেন? আপনাকে ত সকলেই ভালবাসেন।

সমীর। ভালবাসেন! আপনিও···দেখুন, কেন তা হলে···আপনার আর পড়া হবে না সবিতা দেবী?

সবিতা! এ বাড়ী হতে হয়ত আমায় শীগ্‌গীরই চলে যেতে হবে!

সমীর। চলে যেতে হবে! কোথায়? কবে?

সবিতা। কোথায়, তাত' জানিনে। যাঁর আশ্রয়ে আছি, তিনি যেখানে যেতে বলবেন, সেইখানে যেতে হবে। নারীর কোন বিষয়ে ত স্বাধীনতা নেই—ইচ্ছা থাক বা না থাক, পুরুষের আদেশ মাথা পেতে নিতে হবে।

সমীর। একটু পরিষ্কার করে বলুন সবিতা দেবী! মনে হচ্ছে আপনার অন্তরে যেন কিসের একটা ব্যথা জমে রয়েছে। সবিতা দেবী! আমি কি আপনার কোন উপকারে লাগতে পারিনে?

সবিতা। না—না...ও চেষ্টা কর্বেন না—হয়ত' ফল উল্টো হবে।

সমীর। তা হলে...তা হলে আর কি বলবো! সবিতা দেবী! আজই কি আমায় বিদায় নিতে হবে! আর একটা দিনও কি আপনাকে পড়াতে পার্বো না? সবিতা দেবী!

সবিতা। কি বলুন।

সমীর। আপনারও কি ইচ্ছে যে চলে যাই—বলুন, আপনি যেতে বল্লেই আমি চলে যাব।

সবিতা। আজ ওসব কথা থাক মাষ্টার ম'শায়—

[এমন সময় স্যুট কেস হস্তে সুবোধ প্রবেশ করিল]

সুবোধ। এই যে! লিলি, জামাই বাবু কোথায়?

সবিতা। [বিস্ময়ে] সুবোধ দা! তুমি কখন এলে?

সুবোধ। এই আসছি...জামাই বাবু কোথায় ?

সবিতা। দিদিকে নিয়ে টকিতে গিয়েছেন।

সুবোধ। টকিতে গিয়েছেন ! [ব্যঙ্গ কণ্ঠে] আর তোমরা ছুটিতে নিরিবিলিতে বসে গল্প জমিয়েছ ! চমৎকার !

সবিতা। দাদামশায় ত' বাড়ীতে আছেন।

সুবোধ। [বিদ্রূপ হাস্তে] সে আরও ভাল—বুড়ো মানুষের চোখে ধুলো দেওয়া খুব সহজ।

সবিতা। এ কথা বলার অর্থ !

সুবোধ। অর্থ ! অর্থ যাই হোক্…তুমি ভিতরে যাও, তোমার tutorএর সঙ্গে গোটা কতক কথা আছে। [সবিতা চলিয়া গেল]
Well, Samir, [সমীর এতক্ষণ মুখ নীচু করিয়াছিল। সুবোধের ডাক শুনিয়া, মুখ তুলিয়া চাহিল] এই :চিঠিটা দেখ দেখি—নামটা চিন্তে পার কি না !

সমীর। হ্যাঁ...এ আমার এক বন্ধুর চিঠি...আপনি কোথায় পেলেন ?

সুবোধ। সে আমি আগেই বুঝেছি…পেয়েছি কোথায় ? আগ্রা হোটেলের ম্যানেজারের কাছে। তোমাদের হোষ্টেল থেকে সেখানে গিয়েছে ! হ্যাঁ, আর এই **suit-case**টা দেখ দিকি... তোমার কি না ?

সমীর। [হঠাৎ চমকাইয়া] হ্যাঁ…এটা…এটা ত' আমারই **suit-case.** আপনি কোথায় পেলেন ?

সুবোধ। **As if you don't know anything,** যেন কিছু জানেন না... ভিজে বেরালটি...। আগ্রা হোটেলে, ৯নং ঘরে।

সমীর। তা, একথা আমাকে বলার মানে ?

সুবোধ। মানে ? তোমার **suit-case** আর এই চিঠি যদি এক জায়গায় পাওয়া যায়, তা হলে কি বোঝা যায় তা তুমিও বুঝতে পাচ্ছ, আমিও বুঝতে পাচ্ছি।

সমীর। হুঃ—তারপর—

সুবোধ। তারপর—তারপর আমি বলতে চাই যে তুমি আগ্রায় গিয়ে, লিলির ঘরে ঢুকে, তার **suit-case** চুরি করে এই পচা স্যুট কেস্‌টা রেখে এসেছো।

সমীর। [বিস্ময়ের ভান করিয়া] আমি চুরি করেছি !

সুবোধ। হ্যাঁ—হ্যাঁ তুমি, আর কেউ নয়।

সমীর। যদি বলি আমি চুরি করিনি—

সুবোধ। **I will call you a liar, a thief, a brute, a perfect rogue.** দরকার হয় চুরির **charge**এ তোমাকে **police**এ **hand over** করে দেব। এখনও অস্বীকার কর্‌বার সাহস কর ! **Such a mean fellow you are** ! চোর হয়ে একটা ভদ্র পরিবারে ঢুকতে লজ্জা হলো না।

সমীর। আপনারাই ত আমাকে **appoint** করেছেন, আমি ত আপনাদের **force** করিনি।

সুবোধ। **Shut up, you rascal. Get out, this very moment, get out.**

সমীর। বেশ......　　[যাইতে উদ্যত]

সবিতা। [ভিতর হইতে প্রবেশ করিয়া] মাষ্টার মশায়, যাবেন না, একটু অপেক্ষা করুন। সুবোধ দা, জান তুমি কাকে অপমান কচ্ছো!

সুবোধ। জানি—একটা চোর, একটা বদ্‌মাইস, একটা **downright scoundrel**।

সবিতা। [ক্রোধে আরক্তিম হইয়া] তবু তিনি আমার শিক্ষক—আমার সামনে ওঁকে অপমান কর্ত্তে পার্ব্বে না। যা বলতে চাও, জামাই বাবুকে ব'লো, এখানে নয়।

সুবোধ। লিলি!

সবিতা। সুবোধ দা! এখনও দাঁড়িয়ে রইলে, যাও—

সুবোধ। বেশ—**I will have the matter thrashed out**, দরকার হয়, জামাই বাবুকে জানিয়ে এর শাস্তির ব্যবস্থা কর্ব্ব।

সবিতা। **All right**. যাও, তাই করোগে　　[সুবোধের প্রস্থান]

সমীর। [ম্লান কণ্ঠে] সবিতা দেবী! এ আপনি কি করলেন, আমার জন্য এ আপনি কি করলেন!

সবিতা। বেশী কিছুই করিনি—শিক্ষকের প্রতি ছাত্রীর যা কর্ত্তব্য তাই করিছি মাত্র।

সমীর। শুধু কি তাই! যদি সত্য সত্যই আমি চোর হই!

সবিতা। তবু, তার কোন অধিকার নেই যে এ বাড়ীতে আমার সামনে আপনাকে এভাবে অপমান করে! আমি বিশ্বাস করিনে যে আপনি চোর—চুরি আপনি কখনও কর্ত্তে পারেন!

সমীর। সেই বিশ্বাসই যেন থাকে সবিতা দেবী—এর বেশী আর কোন আকাঙ্খা আমার নেই! শুধু আপনি বিশ্বাস করুন, যে আমি

চোর নই ! দুর্ভাগ্যক্রমে যদি আমার ললাটে কেউ কলঙ্কের চিহ্ন এঁকে দিতে চায়, বলুন দেখি... আপনি...আপনি আমায় বিশ্বাস কর্ব্বেন ? বলুন, সবিতা দেবী !

সবিতা। হ্যাঁ—

সমীর। যাক্—আর আমার কোন দুঃখ নেই। আজ আপনাদের নিকট হতে যে ব্যথা নিয়ে বিদায় নিতে হচ্ছে, সবিতা দেবী, সেই ব্যথাই সর্ব্বদা আমায় মনে করিয়ে দেবে, যে সংসারে অন্ততঃ একজনও আছেন, যিনি শত দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও আমায় বিশ্বাস করেন। সবিতা দেবী, তা হলে বিদায় দিন—হয়ত, আর দেখা হবে না...হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা।

সবিতা। [গাঢ় স্বরে] মাষ্টার ম'শাই !

সমীর। সবিতা দেবী, চোখের জলে আমার বিদায়ের মুহূর্ত্তকে ব্যথিত করে তুলবেন না ! আমার অন্তরের গোপন কোণে যে একখানি শান্ত, শুভ্র, সুন্দর মুখ চিরদিনের মত আঁকা হয়ে গিয়েছে তা যে চোখের জলে ম্লান হয়ে যাবে সবিতা দেবী !

সবিতা। না—না...যাবেন না মাষ্টার ম'শাই ! এমনি করে অপমানের ব্যথা বুকে নিয়ে, যাবেন না মাষ্টার ম'শাই !

সমীর। তা হয় না সবিতা দেবী, তা হয় না। আপনার সুনামের জন্য আমায় যেতেই হবে...। [প্রস্থান]

সবিতা। উঃ মাগো···[টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িল]

দাদা। [প্রবেশ করিয়া] ওহে মাষ্টার, পড়ান শেষ হলো ? [সবিতাকে দেখিয়া] একি দিদি— কাঁদছিস ?

সবিতা। [রুদ্ধ কণ্ঠে] সুবোধ দা···সুবোধ দা... তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে দাদা ম'শাই !

দাদা। এঁ্যা...কি রকমটা হল'! সুবোধ এলই বা কখন, আর তাড়ালোই বা কখন ?

সবিতা। একটু আগে এসে, যা নয় তাই বলে গালাগাল দিয়ে, তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে !

দাদা। ওঃ, তাই বুঝি তুই কাঁদছিস্...লক্ষ্মী দিদি, চোখ মুছে ফেল। তাড়িয়ে দিলেও, সেকি তোকে ছেড়ে যেতে পারে ?

সবিতা। কেন, কেন সে তাঁকে অপমান কর্ব্বে ?

দাদা। [মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে] চুপ কর দিদি...চুপ কর... ওরা হয়ত এখুনি এসে পড়বে...

[ইন্দু এবং আরতি প্রবেশ করিল]

এই যে ভায়া...এতক্ষণে বুঝি হাওয়া খাওয়া শেষ হল'! এদিকে ছোটটি কেঁদে কেটে অস্থির !

আরতি। লিলি...লিলি, কি হয়েছে বোন ?

সবিতা। দিদি... দিদি··· আমাকে এক্ষুনি কোথায় পাঠিয়ে দাও— এক দণ্ডও আর এখানে থাকবো না !

আরতি। কি হলো কি ?

ইন্দু। হবে আবার কি !

"আমারই বিরহে দিবস রজনী
ভাসিছে অশ্রুনীরে।"

আরতি। তুমি থাম, সব সময়ই রঙ্গ—দাদামশাই, ব্যাপার কি বলুন ত ?

দাদা। ব্যাপার আর কি—সুবোধ নাকি মাষ্টারকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আরতি। মাষ্টার গিয়েছে গিয়েছে, ওর আর পড়ে দরকার নেই।

দাদা। তা হলে ভায়া, ছুটকীর পড়াটা কি বন্ধ থাকবে?

ইন্দু। না—না—বন্ধ থাকবে কেন—যতদিন নূতন মাষ্টার না আসে, ততদিন না হয় আমার কাছেই পড়ুক—কি বল ছোট গিন্নী?

সবিতা। না—আমি আর কারু কাছে পড়তে চাইনে! [গাঢ় স্বরে] দাদা ম'শাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে মামার বাড়ী নিয়ে চল—এখানে আর থাকবো না, কিছুতেই না।

দাদা। তাই চল দিদি...এ হাঙ্গামার মধ্যে আর থাকার দরকার নেই। রজনীও বার বার লিখছে...কি বলিস্ বড়কিগ?

আরতি। অমিও যাব দাদা ম'শাই।

ইন্দু। বেশ যা হোক্—সবাই মিলে বুঝি আমাকে বয়কট কল্লে? দাদা ম'শায়, তা হলে আমার কি হবে!

দাদা। কি আর হবে! ঘরে শুয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল আর কড়ি কাঠ গোণ।

সবিতা। [হাততালি দিয়া] কেমন জব্দ! বেশ হয়েছে...আর লাগবেন?

ইন্দু। হা ভগবান—বিপদে পড়লে ব্যাঙ্এও লাথি মারে!

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মেসের কক্ষ।

—(*)—

[বিনয়, নির্ম্মল এবং হীরেন উপবিষ্ট। সকলের মুখে চিন্তার রেখা। নির্ম্মল একটু আমুদে...সঙ্কটের মধ্যেও তাহার প্রফুল্লতা ঘোচে নাই...]

নির্ম্মল। আচ্ছা, তোর আক্কেল কি বল ত'? আমি দিলাম ছবি তৈরী কর্ত্তে, আর তুই কি না ইন্দু বাবুকে দিয়ে দিলি?

হীরেন। কি করি বল—ভদ্রলোক যে রকম পীড়াপীড়ি আরম্ভ কল্লেন—না দিয়ে পাল্লাম না। রাগ করিসনে, এই নে তোর ছবি। হ'ল ত?

বিনয়। দেখি, কি রকম করেছিস—বাঃ, **Simply grand**! হীরু তোর **taste** আছে বলতে হবে।

হীরেন। হ্যাঁরে, বিয়ে ত সত্যি, না গোপন প্রেম?

নির্ম্মল। গোপন প্রেম কি রকম?

বিনয়। হুঁ্যা—আঁচটা কাছাকাছি গিয়েছে বটে! প্রেম হলে পরিণয় হতে কতক্ষণ।

হীরেন। তা' হলে নির্ম্মল...তোর শুধু bluff. বিয়ে টিয়ে সব বাজে। না:—আমার খাটুনিই সার হ'ল।

নির্ম্মল। বাজে কি রকম ?

হীরেন। দু দিন পরে বুঝবে ভায়া—The cat is out of the bag. ইন্দু বাবুর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছো।

নির্ম্মল। এ্যাঁ, সত্যি ? সমীরদাকে কি চিন্তে পেরেছে ?

হীরেন। না—এখনও পারেনি...তবে পার্ত্তে কতক্ষণ।

বিনয়। সে যা হয় হবেখ'ন। এখন একটা গান করত ? অনেক দিন তোর গান শুনিনি।

হীরেন। আজ থাক ভাই। এক্ষুনি আমায় order secure কর্ত্তে যেতে হবে।

বিনয়। গাইয়েদের গান কর্ত্তে বল্লে ল্যাজ মোটা হয়, কেমন ?

হীরেন। আচ্ছা—আচ্ছা···রাগ করিসনে, গাচ্ছি—

[গান]

এবার ফেঁসে গেল সব চালাকী।
মোদের কপাল দোষে অবশেষে
পড়লাম বুঝি ফাঁকি।
শুধু, একটু ভুলের তরে,
যেতে, হয় যদি শ্রীঘরে,
তখন সামলান' যে কঠিন হবে
লোকে বলবে ছিঃ।

ভাবছি, পড়ব এবার সরে
বালি, কিংবা শ্রীরামপুরে
বেগ পেতে হবে খুঁজলে পরে
সত্যি ব্যাপার কি।

হীরেন। আর না......আজ চল্লাম—　　　　[প্রস্থান

নির্মল। বিনয়দা, সত্যি সত্যিই যদি সমীরদাকে চিনতে পারে?

বিনয়। তা হলে আর কি, একেবারে পপাত ধরণীতলে।

সমীর। [প্রবেশ করিয়া] বিনয়দা...service no longer required, একদম জবাব হয়েছে।

বিনয়। এঁ্যা, জবাব হয়েছে! ব্যাপার কি বল ত?

নির্মল। Strategic retreat. কি বল সমীরদা? মানে মানে এখন সরে পড়াই মঙ্গল। সুবোধ বাবু যে রকম চটেছে, কি কর্ত্তে যে কি করে বসবে তার ঠিক নেই।

বিনয়। ব্যাপারটা একটু খুলে বলত সমীর? আমি ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে!

সমীর। তোমরা আমার suit-caseটা পাঠিয়ে দেবার জন্য আগ্রা হোটেলের ম্যানেজারকে চিঠি লিখেছিলে না? সেই চিঠি পেয়েই কাল ম্যানেজার কলকাতায় এসে, সবিতা দেবীর মামাত ভাই সুবোধ বাবুকে সেই চিঠি আর suit-case দিয়ে গিয়েছে।

বিনয়। তারপর!

সমীর। তার পর, কাল সন্ধ্যার সময় ছাত্রীকে পড়াচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ সুবোধ বাবু এসে চিঠি আর **suit-case** দেখিয়ে চোর, জোচ্চর যাচ্ছে তাই বলে গাল দিয়ে বাড়ী থেকে আমায় বেরিয়ে যেতে বলে—

বিনয়। এতদূর!

নির্ম্মল। এখন ত এতদূর! কিন্তু এর পর যে কতদূর দাঁড়াবে তার ঠিক কি! সমীরদা, **fly off, fly off to Mesapotomia, Kamaskatka or Honolulu**. পালাও, পালাও বন্ধু... এক মিনিট আর দেরি করোনা...।

সমীর। তাই কর্ত্তে হবে দেখতে পাচ্ছি—দিন কতক কলকাতা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। সুবোধ বাবু যে রকম রেগেছে, এখানে চড়াও হয়ে হয়ত একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে।

বিনয়। সে কথা ঠিক। কিন্তু আমি বলি, এসব হাঙ্গামার দরকার কি। সটান ওদের বাড়ী গিয়ে, তোর ভাবী পত্নীকে **claim** কর। তা হলে একূল ওকূল দুকূল বজায় থাকবে। **suit-case** চোর, মনচোরে রূপান্তরিত হলে ওদের আর আপত্তি থাকবে না।

নির্ম্মল। না—না—এ হতে পারে না। এ যেন ঠিক হেরে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ার মত হবে। সমীরদা, **no, never** এ হতেই পারে না। এখন ত দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে থাক, পরে ভেবে চিন্তে যা হয় করা যাবে।

সমীর। তাই করা যাক্—কি বল বিনয়দা?

বিনয়। কি আর বলবো—তোদের যখন তাই ইচ্ছে, তাই হোক্। ওরে সমীর, সেই চিঠির জবাব এসেছে।

সমীর! কোন চিঠির ?

বিনয়। সেই যে চিঠি ইন্দু বাবুকে লিখেছিলাম, মেয়ে দেখাবার জন্য।

সমীর। কে আবার মেয়ে দেখবে ?

বিনয়। কে আবার তুই···তোর মার বেনামীতে চিঠি লিখেছিলাম—জ্যোতিষের ঠিকানায় জবাব এসেছে।

নির্ম্মল। কই, বলনি ত—দেখি দেখি, কি লিখেছে...

[বিনয় চিঠি এবং ছবি দিল। চিঠি পড়িয়া]

Hopeless ! ওকালতী চাল দিয়েছে, এটা আর বুঝলে না ? এখন তারা মেয়ে দেখাতে রাজী নয়, বুঝলে ? সমীরদা, এবার তরী বুঝি ডুবে যায় !

"ছবিতে কি মন ভোলে
আসল মানুষ নাহি পেলে ?"

Nervous হয়ো না সমীরদা ..আপাততঃ, এই ছবি খান বুকের মধ্যে পুরে রাখ। [জামার ভিতরে গুজিয়া দিল] পরে কপালে যদি থাকে, জ্যান্ত মানুষ নিয়ে কারবার করো—

সমীর। চিঠি খান একবার দে ত'—নিরিবিলিতে পড়ে দেখবো।

[চিঠি লইল]

বিনয়। তার পর যাবার কি করিব ? আজই যাবি নাকি ?

সমীর। আজই কি রকম ! এক্ষুনি...**the sooner I start, the better**—কি জানি কখন কি ঘটে !

নির্ম্মল। কোন দিকে যাবে ভাবছ সমীরদা ?

সমীর। যে দিকে দু' চোখ যায় ! চিঠি অবশ্য তোদের দেব। বিনয়দা, মা যেন কোন খবর জাস্তে না পারে !

বিনয়। আচ্ছা...আচ্ছা সে হবে। কিন্তু বেশী দেরী করিসনে যেন। শীগ্‌গীর ফিরে আসিস্।

সমীর। গোলমাল মিটলেই ফিরবো। বিনয়দা, আমি দুটো খেয়ে আসি...তোমরা বস। [প্রস্থান]

[দাদা মশাই প্রবেশ করিলেন]

দাদা। [প্রবেশ করিয়া] বাবুরা, আসতে পারি ?

বিনয়। [বিস্ময়ে] আপনি ? আসুন···বসুন···

দাদা। হ্যাঁ, একটু বসবো বই কি ভায়া—দৌড়াদৌড়ি করে পা দুটো ব্যথা হয়ে গিয়েছে। [বসিলেন]

নির্ম্মল। কাকে চান আপনি ?

দাদা। সমীর চাটুজ্যে কি এখানে আছে ?

বিনয়। সমীর !

দাদা। হ্যাঁ ভায়া, সমীর...চম্‌কাবার কিছু নেই ভায়া, সেও আমাকে জানে...আমিও তাকে জানি ! একটুকু খবর দাওনা ভায়ারা ?

নির্ম্মল। সে এখন বড় ব্যস্ত আছে—ট্রেনে যাবে কিনা !

দাদা। এ্যাঁ...ট্রেনে যাবে ? বল কিহে ? একটিবার তাকে বল' ভায়া, দয়াল দাদামশায় এসেছে দেখা কর্ত্তে···বড় জরুরী কাজ—বললেই সে আসবে।

বিনয়। আচ্ছা বসুন, আমি খবর দিচ্ছি। [প্রস্থান]

দাদা। ওহে···তোমরা ত ছেলে ছোকরা—তামাক টামাক বোধ হয় রাখ না? ভদ্রলোক এলে কি কর ভায়া!

নির্ম্মল। দেখুন, ছেলে মহলে ওসব অচল হয়ে গিয়েছে। বিড়ি, সিগারেট চান ত অঢেল পাবেন ..বলুন ত' বের করি?

দাদা। থাক—থাক্—ওসব অভ্যাস নেই ..

নির্ম্মল। নাঃ...বড় লজ্জায় ফেললেন দেখছি···বসুন, দেখি যদি জোগাড় কর্ত্তে পারি। [প্রস্থান]

[হাতে Suit-case লইয়া সমীর প্রবেশ করিল]

সমীর। এই যে দাদা মশায়, প্রণাম [প্রণাম করিল]

দাদা। বেঁচে থাক ভায়া···বেঁচে থাক।

সমীর। আপনি যে হঠাৎ এলেন?

দাদা। সাধে কি আর এসেছি ভায়া...প্রাণের দায়ে আসতে হয়েছে। তুমি ত চলে এলে, ছাত্রী তোমার কেঁদে কেটে অস্থির। কি আর করি বল! তাকে ঠাণ্ডা কর্ব্বার ব্যবস্থা করে এই তোমার কাছে আসছি। একটু দেরী হলেই হয়েছিল আর কি! তুমিও সরে পড়তে আর :আমারও :কইফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হত...। তারপর কোথায় যাচ্ছ ভায়া? সন্ন্যাস নিয়ে নাকি?

সমীর! কি যে বলেন আপনি! সবই ত শুনেছেন!

দাদা। সব আর কই শুনলাম ভায়া!...তোমার কাছে শুনবো বলেই ত এলাম।

সমীর। আমার কাছে! আমি কি জানি?

দাদা। জান বই কি হে…তুমি হলে গণৎকার…তোমারই ত জানার কথা! গণৎকার চোরাই মাল উদ্ধার করে দিলে…চোর কিন্তু ধর্ত্তে পাল্লে না! আমি কিন্তু একটা আঁচ করিছি।

সমীর। [ভয়ে] দাদা ম'শাই, আমি যাই…ট্রেনের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

দাদা। আরে বোস ভায়া…বস। আমার আঁচটা না হয় শুনেই যাও। বলি, এত দেশ থাকতে তোমার suit-case, আর তোমার চিঠি আগ্রা হোটেলে গিয়ে হাজির হোল কেমন করে? কি ভায়া, চুপ করে রইলে কেন?

সমীর। দাদা ম'শাই, বলুন আমায় বিশ্বাস কর্ব্বেন?

দাদা। হ্যাঁ হে হ্যাঁ…বিশ্বাস কর্ব্ব বলেই ত ছুটে এসেছি…নইলে ত পুলিশে যেতাম…হাঃ, হাঃ, হাঃ—

সমীর। Suit-case আমার, আর চিঠির কথাও আমি জানি। আগ্রা আমি গিইছিলাম, একথাও ঠিক। কিন্তু চুরি আমি করিনি। ভুল করে, সবিতা দেবীর ঘরে ঢুকে পড়িছিলাম, তারপর যাবার সময় নিজের suit-case ফেলে রেখে, তা'র suit-caseটা নিয়ে এসেছি।

দাদা। উহুঃ, ঠিক হল না! ভুলই যদি হবে, ভুল স্বীকার করে suit-caseটা ফিরিয়ে দিলেইত' গোল মিটে যেত। ভায়া, এ কইফিয়ৎ কিন্তু ধোপে টিকবে না।

সমীর। বিশ্বাস না করো, আমি নিরুপায়।

দাদা। আচ্ছা তা না হয় হল' কিন্তু সবিতা দেবীর ঘরে ঢুকলে কেমন করে?

সমীর। তাতেও আমার দোষ নেই দাদা ম'শাই। হোটেলের চাকর ভুল করে সবিতা দেবীর ঘর আমায় দেখিয়ে দিয়েছিল। ঘরে ঢুকে, হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম কচ্ছি, হঠাৎ সবিতা দেবী এসে আমাকে দেখে, চোর মনে করে ম্যানেজারকে খবর দিতে ছুটে গেলেন। আমার ভুল বুঝতে পেরে, লজ্জার ভয়ে ঘর থেকে জিনিষ পত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই সময় এই কাণ্ড হয়ে গেল।

[নির্ম্মল হুকা লইয়া প্রবেশ করিল, বিনয়ও পিছু পিছু প্রবেশ করিল]

নির্ম্মল। এই নিন তামাক ··

দাদা। হ্যাঁ···দাও···আঃ হাঃ হঃা, এর তুল্য কি আর জিনিষ আছে··· পরিশ্রমের পর এ যেন অমৃত ! [খাইতে লাগিলেন]

দাদা। হ্যাঁ···তার পর ··

সমীর। তার পর, ভাগ্যক্রমে ক'লকাতায় এসে যখন সবিতা দেবীর দেখা পেলাম, তখন লজ্জায় ভুলটা আর সংশোধন কর্ত্তে পাল্লাম না বিশ্বাস করুণ দাদা ম'শাই, চুরি আমি করিনি। একটা ভুল করে ফেলে, তাকে গোপন কর্ত্তে গিয়ে নাগপাশে জড়িয়ে পড়িছি। আপনাকে আমার লজ্জা নেই। জানি আপনি আমায় স্নেহ করেন, তাই সব কথা অকপটে আপনাকে জানালাম। এই নিন দাদা ম'শাই সবিতা দেবীর suit-case, সব ঠিক আছে···কাপড় চোপড়, টাকাকড়ি পর্য্যন্ত... শুধু বই গুলি তাঁকে নিজ হাতে দিইছি। আজ আমি চলে যাচ্ছি—কোথায় জানি না।

সবিতা দেবীকে বুঝিয়ে বলবেন, যে চোর আমি নই...চুরি আমি করিনি। তার মনোকষ্টের কারণ হয়ে সত্যই আমি দুঃখিত, মর্ম্মাহত।

দাদা। কিহে ভায়ারা... বিশ্বাস করা যায়?

নির্ম্মল। নিশ্চয়—একেবারে **clean confession.**

দাদা। কিন্তু ভায়া, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করলে আমি তোমাকে ছাড়ছিনে—**suit-case** চুরি না কল্লেও আরও অনেক কিছু চুরি করেছো। এ **suit-case** নিজে তোমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। বুঝলে ভায়া?

সমীর। না—না দাদা ম'শাই...আমায় মাপ কর্ব্বেন, এ আমি পার্ব্বো না, লজ্জায় তার তার সামনে আমি দাঁড়াতে পার্ব্বো না!

দাদা। পার্ব্বে—পার্ব্বে...সময় হলেই পার্ব্বে...ভাবনা নেই হে, সে ব্যবস্থা আমিই করে দেব। আপাততঃ, ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। তা, এখন কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

সমীর। যে দিকে দু'চোখ যায়—ট্রেনে ত উঠি।

দাদা। তার আর দরকার কি ভায়া—আমি যা বলি তাই কর। বারাকপুরে যাও, সেখানে আমার ছেলে আছে—একবারে জামাই আদরে থাকবে—বুঝলে ভায়া, তাই যাও...দু'দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকগে...।

সমীর। আজ্ঞে, পরের বাড়ী...লজ্জা করবে।

দাদা। বলিহারি ভায়া! এর মধ্যেই আমি পর হয়ে গেলাম, বেশ! আমার কথা না শুনলে কি হবে জান? একেবারে কারাবাস...।

সমীর। ক্ষমা করুন দাদা ম'শাই, বারাকপুরেই আমি যাব।

দাদা। হঁ্যা, হঁ্যা তাই যাও—ভাল হবে। বারাকপুরে রজনীকান্তের নাম বল্লে সকলে চিনিয়ে দেবে। একখানা চিঠির কাগজ আর খাম দিতে পার ভায়ারা—একটা চিঠি দিয়ে দিই।

নির্ম্মল। [চিঠির কাগজ এবং খাম লইয়া] এই নিন, এতে চলবে ত ?

দাদা। খুব চলবে। [চিঠি লিখিয়া সমীরের হাতে দিল] এই নাও ভায়া, এই চিঠি খান রজনীকে দিও, সে সব ঠিক করে দেবে।

সমীর। [প্রণাম করিয়া] দাদা ম'শাই...আসি তা হ'...

দাদা। এস ভায়া এস...মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—

[সমীর প্রস্থান করিল]

দাদা। তা হলে, তোমরা বস ভায়ারা, আমি এখন আসি।

নির্ম্মল। এক্ষুনি যাবেন ?

দাদা। কেন, আর কোন কথা আছে নাকি ?

নির্ম্মল। আজ্ঞে না, তবে এই—

দাদা। আঃ হাঃ হাঃ, ঢোক গিলছো কেন, বলেই ফেল না—

নির্ম্মল। আজ্ঞে, এই বলছিলাম কি, সমীরদার সঙ্গে সবিতা দেবীর বিয়ে হয় না ? সমীরদার কিন্তু ওকে ভারি পছন্দ হয়েছে। দেখুন না দাদা ম'শাই যদি হয়! ছেলেও ভাল, তা ছাড়া দেখতেও ভাল।

দাদা। সবই ত ভাল কিন্তু চুরি করেই যে সব মাটি করে দিয়েছে— উঁহুঃ, তা হয় না...

নির্ম্মল। না দাদা ম'শাই, আপনাকে একবার চেষ্টা কর্ত্তেই হবে। বিয়ে না হলে আমাদের সব প্ল্যান মাটি হয়ে যাবে...

দাদা। বলি, প্ল্যানটা কি শুনিই না হে···

বিনয়। সবিতা দেবীর সঙ্গে সমীরের বিয়ে হয়, এ আমাদের সকলের খুব ইচ্ছে। তাই দুজনের এক সঙ্গে ছবি তুলিয়েছি, বিয়ের সময় উপহার দেব বলে। দেখুন ত' কেমন চমৎকার মানিয়েছে দুজনাকে? [ছবি দেখাইল]

দাদা। এ্যাঁ—এতদূর···এর মধ্যে মিলন হয়েছে! না ভায়া···এ সব ত ভাল কথা নয়!

নির্ম্মল। আজ্ঞে, আপনি ভুল বুঝেছেন দাদা ম'শাই, দুজনে একসঙ্গে ছবি তোলেনি। সবিতা দেবীর আর সমীরদার, দুজনের আলাদা আলাদা ছবি থেকে ফটোগ্রাফার একটার উপর একটা বসিয়ে, এই ছবি তুলে দিয়েছে—একে বলে trick photography.

দাদা। এ্যাঁ, তাই নাকি···তা হলে আমি যা ভাবছিলাম তা নয়! বেশ নূতন চালাকী শিখেছো দেখছি···বিয়ের আগেই মিলন করিয়ে দিয়েছো? বলিহারি তোমাদের ক্ষমতা! দেখি, সত্যি দুজনকে মিলিয়ে দিতে পারি কি না। ছবিটা আমার কাছে থাক, কেমন? দেখি যদি কাজে লাগে!

নির্ম্মল। নিশ্চয়···বাড়ী গিয়ে আসল কথাটা ভুলে যাবেন না যেন!

দাদা। ওরে না—না···একি আর ভুলতে পারি—সেই জন্যই ত ছবি খান কাছে রাখলাম—ছবি দেখলেই মনে পড়ে যাবে। [প্রস্থান]

নির্ম্মল! সব প্ল্যান মাটি হয়ে গেল দেখছি।

বিনয়। নারে না—এখনও হয়নি—দাদা ম'শাই যখন আছেন তখন একটা কিছু হবেই হবে। **Don't be nervous.**

[ইন্দু এবং সুবোধ প্রবেশ করিল]

সুবোধ। সমীর বাবু এখানে আছেন ?

বিনয়। না—সে ত এখানে নেই—আজই চলে গিয়েছে। কেন, কোন দরকার ছিল নাকি ?

সুবোধ। দরকার ছিল না ! বিশেষ দরকার—জানেন সে কি করেছে আমার বোনের **suit-case** শুদ্ধ ৫০০৲ টাকা চুরি করেছে !

বিনয়। চুরি করেছে ? **Impossible** !

নির্ম্মল। **Absured,** এ হতেই পারেই না—আমরা বিশ্বাস করিনে।

সুবোধ। না করেন উপায় নেই, কিন্তু চুরি সে করেছে। **We have got positive proof.**

বিনয়। **Proof** থাকে ত' কোর্টে দাখিল কর্ব্বেন, এখানে গোলমাল করে ত লাভ নেই।

ইন্দু। ওহে সুবোধ, চল যাই, আর হাঙ্গামার দরকার নেই !

সুবোধ। যাব ত নিশ্চয়—তবে যাব একেবারে থানায়। যেমন করেই হোক তাকে খুঁজে বের কর্ত্তেই হবে—উঃ. কি ধড়িবাজ !

ইন্দু। **Don't be impatient** সুবোধ···চল, আজ একবার বারাকপুরে যাওয়া যাক—সবার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় একটা ঠিক করা যাবে, চল। [প্রস্থান]

নির্ম্মল। বিনয়দা, সব **massacre** হয়ে গেল দেখছি। যদি সত্যি সত্যিই বারাকপুর গিয়ে সমীরদাকে **arrrest** করে !

বিনয়। **Arrest** করে ত নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে দেবে। **That is his triumph card.** ভেবে আর কি কর্ব্বি, চল এখন খেয়ে দেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে অন্য মতলব ঠাওরান যাক। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বারাকপুরের বাটির কক্ষ।

নন্দলাল। ওহে রজনী, ছোট ভাগ্নীটির বিয়ের কি হ'ল? দেখতে ত বেশ বড় সড় হয়েছে। শুনেছি নাকি, সে এবার বি, এ, পরীক্ষা দেবে?

রজনী। হঁ্যা...এই বারেই ত' দেবে।

নন্দ। বি, এ ত দেবে কিন্তু বিয়ের জোগাড়েব কি হচ্ছে?

রজনী। বিয়ে দেবার ত' চেষ্টা হচ্ছে, মেয়ে দেখতে আসবারও ত কথা ছিল। কদ্দুর কি হ'ল, বলতে পারিনে। জামাই বাবাজী না এলে কিছু বুঝতে পারছিনে!

নন্দ। জামাই আসবে নাকি?

রজনী। আসবার ত কথা আছে। কতবার লিখেছি, সময় করে উঠতে পারেনি। বড় উকিল হয়েছে কিনা! ওদের বিয়ের সময় আমি আবার এ দেশে ছিলাম না···কাজেই জামায়ের সঙ্গে আলাপও হয়নি। দেখি, মেয়েরা সব এসেছে...এবার যদি আসে! বিয়ে হয়ে গেল দু'বছর···তবু আমার কাছে সে নূতন জামাই।

নন্দ। বড় লোক জামাই, দেখ, আদর যত্নের যেন ত্রুটী না হয়! বুঝলে ভায়া, তারা আবার কলকাতার বনেদী ঘরের ছেলে!

রজনী। সাধ্যমত কি আর কর্ব্ব না ! মা মরা মেয়েরা সব, আমরা ছাড়া ওদের কেইবা আর আছে !

[সমীর প্রবেশ করিল]

সমীর। রজনী বাবু এখানে আছেন ?

রজনী। কোত্থেকে আসছেন আপনি ?...আমিই রজনী।

সমীর। ওঃ আপনি ! নমস্কার।

রজনী। [বিস্ময়ে] তুমি !

সমীর। আজ্ঞে আমি... এই চিঠি খান দেখুন [চিঠি প্রদান]

রজনী। [চিঠি পড়িয়া আনন্দে] আরে এস, এস, বাবাজী এস। ওহে নন্দ, ইনিই আমাদের জামাই বাবাজী···।

নন্দ। বেশ, বেশ, ভারি খুসী হ'লাম তোমাকে দেখে। বস বাবা, বস।

সমীর ! আজ্ঞে, দেখুন আমি... এই...

রজনী। ওরে নেপাল... নেপাল...

নেপাল। [প্রবেশ করিয়া]··· আজ্ঞে···

রজনী। যা, দৌড়ে যা—জামাই বাবুর জিনিষ পত্তর গুলো বাইরে আছে নিয়ে আয়।

নেপাল। আজ্ঞে যাই। [প্রস্থান]

রজনী। তার পর, পথে কোন কষ্ট হয়নি ত ?

সমীর। না—দেখুন, একটা কথা বলছিলাম···

রজনী। কথা বার্ত্তা পরে হবে বাবাজী, পরে হবে। একটু জিরিয়ে নাও··· দু'দিন ত আছই···চল, চল ভিতরে চল···।

সমীর। না—না··· এই খানেই থাকি··· বেশ আছি···।

রজনী। নূতন এসেছো বলে লজ্জা হচ্ছে বুঝি ! তা থাক, একটু পরেই না হয় যেও। হ্যাঁ, বাবা এলেন না কেন ?

সমীর। সন্ধ্যের ট্রেনে আসবেন।

[নেপাল Suit-case, Bedding প্রভৃতি লইয়া ঘরের ভিতর রাখিল]

রজনী। যা, জামাই বাবুর হাত পা ধোবার জল ঠিক করে দে। আর খুকীদের বলগে যে জামাইবাবু এসেছে, চা জল খাবার কর্ত্তে হবে।

নেপাল। এজ্ঞে যাই। [প্রস্থান]

নন্দ। তা বাবাজী, ছোট শ্যালীর বিয়ের কি কল্লে ? রজনীদা বলছিল, কার নাকি মেয়ে দেখতে আসবার কথা ছিল। তারা দেখে গিয়েছে ?

সমীর। আজ্ঞে, আমি ত তা জানিনে, তা ছাড়া আমি...

রজনী। সে কিহে ? রংপুরের দেবীকিশোর বাবুর ছেলের সঙ্গে যে বিয়ের কথা চলছিল···

সমীর। কই না···দেখুন, আপনারা ভুল কচ্ছেন...আমি···

[নেপাল প্রবেশ করিল]

নেপাল। দিদিমণিরা হোই ভট্‌চাজ মশায়ের বাড়ী কীর্ত্তন শুস্তে গেছেন। খবর দিতি পারলাম না···বাবা যে ভীড় !

রজনী। যা বেটা যা, তোর কাজ দেখ গে—অকর্ম্মার ঢিবি। চল হে নন্দ, খবরটা একবার দিয়ে আসি...বাবাজী, তুমি একটু বিশ্রাম করো···আমি এলাম বলে। [প্রস্থান]

সমীর। নাঃ—কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে! আচ্ছা, এক বাড়ী ঢুকতে কি আর একবাড়ী ঢুকে পড়লাম! বোধ হয় তাই, নৈলে জামাই বলে ভাবছে কেন? দেখি খামখান একবার [খামখান কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল] নাঃ রজনী বাবুর নামই ত' লেখা আছে! উহুঃ বাড়ী ভুল হয়নি! তবে কি দাদা মশায় এই কাণ্ডটি বাধিয়েছেন! নিশ্চয়ই দাদা মশায় আমাকে জামাই বলে পরিচয় দিয়েছেন! মহামুস্কিলে পড়লাম দেখছি—আবার খুকীদের ডাকতে বললেন? কি করি? সরে পড়ব নাকি? সন্ধ্যে হয়ে এল...কোথায় বা যাই! রাতটা কোন রকমে চোক কাণ বুঁজে বাইরে ঘরে কাটিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে। একলা আর কাঁহাতক বসে থাকা যায়—যাই, সহরটা একবার ঘুরে দেখে আসি! [প্রস্থান]

সবিতা। [বাহির হইতে একবার উকি মারিয়া ভিতরটা দেখিয়া লইয়া] কৈ, জামাই বাবুকে ত দেখছিনে? যে টো টো করা অভ্যেস... নিশ্চয় বেরিয়েছেন। Suit-case, Bedding দেখছি সঙ্গে এনেছেন! দেখলে দিদি, আমার কথা খাটলো কিনা! একদিন যেতে না যেতে ছুটে এসেছেন! সত্যি দিদি, জামাই বাবু তোমাকে বড্ড ভালবাসেন, এক দণ্ডও ছেড়ে থাকতে পারেন না!

আরতি। তোরটি কি করেন আমিও দেখবো···একবার বিয়েটা হলে হয়!

সবিতা। ইস্—বিয়ে কল্লে ত!

আরতি। দেখবো লো দেখবো—এক্ষুনি ত মরছি নে।

সবিতা। বেশ, তাই দেখো। এখন ত দেখ, জামাই বাবু তোমার জন্য কি এনেছেন!

[suit-case এর নিকট গিয়া, উপরে নিজের নাম দেখিয়া]

একি? এযে আমার suit-case! দিদি… দিদি…

আরতি। কই, দেখি, দেখি…[নিকটে গিয়া] তাইত, কোথায় গেলেন?

সবিতা। ঠিক হয়েছে! জামাই বাবু নিশ্চয় গণৎকারের কাছ থেকে এনেছেন। আশ্চর্য্য ক্ষমতা কিন্তু ওদের! জামাই বাবুকে দেখছি ভালরকম বকসিস্ দিতে হবে।

আরতি। বকসিস্‌টা কিন্তু তোর মাষ্টারের প্রাপ্য—সেই ত গণৎকারের খোঁজ দিয়েছিল!

সবিতা। হ্যাঁ— সে বকসিস্ ত সুবোধদা ভাল করেই দিয়েছে, আবার কেন?

[চাবি দিয়ে suit-case খুলিতে উদ্যত হইল]

আরতি। ওকি রে, suit-case খুলছিস কেন?

সবিতা। খুলবো না, বারে? এযে আমার suit-case।

আরতি। এখন রেখে দে ভাই…উনি নিজেই তোকে দেখাবেন। লক্ষ্মী ভাই…খুলিসনে… এত সাধ করে এনেছেন তোকে দেখাবেন বলে…দরকার কি ভাই এখন খুলে? চল, তাড়াতাড়ি জল-খাবার তৈরী করে নিইগে… কীর্ত্তনটা আবার শুনতে যেতে হবে। চমৎকার গাইছে কিন্তু!

সবিতা। ফিরতে যদি রাত হয়ে যায়! জামাই বাবু রেগে কিন্তু টং হয়ে যাবেন।

আরতি। ইস্...রাগ কল্লেই হ'ল আর কি? ওরে নেপাল···

নেপাল। এজ্ঞে দিদিমণি...

আরতি। এই জিনিষগুলো উপরে শোবার ঘরে রেখে দিগে যা।

নেপাল। কার ঘরে রাখতি হবে, বাবুর, না ছোট দিদিমণির?

আরতি। নারে না...আমার ঘরে...। বুঝলি...? [প্রস্থান]

নেপাল। হুঁ...জামাই বাবু এসেছে কিনা, ভারি ফুর্ত্তি! দেখি, আমিও মোটা করে বকসিস্ আদায় কর্ত্তি পারি কিনা! [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

শয়ন কক্ষ।

[সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে সমীর পালঙ্কের উপর কাৎ হইয়া শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছে—মাথার কাছে ছোট টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে]

সবিতা। [হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া] কি জামাই বাবু, এক দিনও যে আর তর সইল না?

[হঠাৎ সমীরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বিস্ময়ে]

কে? আপনি! মাষ্টার মশাই···আপনি এখানে?

সমীর। [অবাক হইয়া] আপনি! সবিতা দেবী—আপনি এখানে! [উঠিয়া নিকটে গিয়া] সবিতা দেবী—আমাকে এখানে দেখে হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছেন। বিশ্বাস করুন, আপনি যে এখানে আছেন, তা আমি জান্তাম না! দাদা ম'শায় এখানে আমায় আসতে অনুরোধ কল্লেন— তাই না এসে থাকতে পাল্লাম না!

সবিতা। দাদা ম'শায়!

সমীর। হ্যাঁ—দাদা ম'শায়। সবিতা দেবী! ভাগ্যক্রমে আবার যখন আপনার দেখা পেয়েছি, তখন আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বার অবসর দিন। এই নিন আপনার suit-case। যক্ষের ধনের মত এতদিন বুক দিয়ে আগলে রেখেছি, একটি জিনিষও নষ্ট হতে দিইনি! সাড়ী, ব্লাউস, টাকা কড়ি সব ঠিক আছে...শুধু বই ক'খান...

সবিতা। এ suit-case আপনি কোথায় পেলেন?

সমীর। সবই বলবো সবিতা দেবী—বলুন, আমার উপর রাগ কর্ব্বেন না—অভিমান কর্ব্বেন না?

সবিতা। আপনার উপর রাগ কর্ব্বো? আপনি suit-case উদ্ধার করে আনলেন—আর আপনার উপর রাগ কর্ব্বো? একি বলছেন মাষ্টার মশাই!

সমীর। সবিতা দেবী! যদি কোন অন্যায় করে থাকি বলুন, বলুন সবিতা দেবী, আপনি আমার উপর রাগ কর্ব্বেন না?

সবিতা। কি বলছেন, আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। কেন মিছা-মিছি আমায় লজ্জ দিচ্ছেন ?

সমীর। সবিতা দেবী! Suit-case আমি উদ্ধার করিনি, আমার কাছেই ছিল।

সবিতা [বিস্ময়ে] আপনার কাছে ছিল !

সমীর। হ্যাঁ—আমার কাছেই ছিল। আগ্রা হোটেলের কথা মনে পড়ে সবিতা দেবি! আমার দিকে একবার চেয়ে দেখুন, চিন্তে পারেন কিনা ? সে দিন ভুল ক্রমে আপনার ঘর আমি দখল করেছিলাম - তার পর, আপনি যখন ম্যানেজারকে খবর দিতে গেলেন···সেই অবসরে ভয়ে, লজ্জায় দিক্ বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম—সেই সময় suit-case অদল বদল হয়ে গেল ! ব্যাপারটা জানলাম, যখন আমি ট্রেনের মধ্যে। তারপর, কলকাতায় এসে ঘটনাচক্রে আপনার সঙ্গে দেখা হলো, কিন্তু লজ্জায়, ভয়ে কোন কথা প্রকাশ কর্ত্তে সাহস করিনি। জিনিষগুলো আপনাকে ফিরিয়ে দেবার নানা চেষ্টা করিছি কিন্তু এক সর্ব্বনাশী লজ্জা যেন আমার কণ্ঠ রোধ করেছিল, মুখ ফুটে কোন কথা আপনাকে বলতে পারিনি। সবিতা দেবী! অনিচ্ছাকৃত অপরাধের যে শাস্তি দিতে হয় দিন...আমি মাথা পেতে গ্রহণ কর্ব্ব। আগ্রার ব্যাপারের পর যে পাষাণ ভার আমার বুকের উপর চেপে রয়েছে, তা আমার সমস্ত অন্তরকে ব্যথিত করে তুলেছে! সবিতা দেবী, আপনার জিনিষ আপনি গ্রহণ করুন।

সবিতা। আপনি...আপনি আমার suit-case নিইছিলেন? কেন, কেন, একথা এতদিন বলেন নি? তা হলে বিনা দোষে, সুবোধদার কাছে এতবড় অপমান আপনাকে সইতে হোত না!

সমীর। সে জন্য আমার দুঃখ নেই সবিতা দেবী। পরিবর্ত্তে আপনাকে আপনার জিনিষ ফিরিয়ে দেবার অধিকার পেয়ে যে আনন্দ আজ আমি পেয়েছি, তা আমার অন্তরের সকল গ্লানি, সকল ব্যথা নিঃশেষ করে ধুয়ে মুছে দিয়েছে! কিন্তু·· কিন্তু ক্ষমা কি আপনার পাব না সবিতা দেবী?

সবিতা। ক্ষমা!...আপনি ত সত্যিই চুরি করেন নি!

সমীর। তবু...তবু সবিতা দেবী, আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে দিন—হাসি মুখে আপনার suit-case গ্রহণ করে আমায় ক্ষমা করুন।

সবিতা। কিন্তু আপনার suit-caseত' এখন ফিরিয়ে দিতে পার্ব্বো না মাষ্টার মশায়—!

সমীর। না—না সবিতা দেবী—আমার suit-case আর ফিরিয়ে দিতে হবে না! suit-caseএর সঙ্গে সঙ্গে আমার যথা সর্ব্বস্ব আজ আপনার হাতে স'পে দিলাম! শুধু অনুমতি করুন সবিতা দেবী, আমার suit-caseএর চাবিটি আপনার অ'াচলে বেঁধে দিই! এ অধিকার থেকে আজ আমায় বঞ্চিত কর্ব্বেন না সবিতা দেবী! দীন আমি, ভিখারী আমি, আমায় বিমুখ করে ফিরিয়ে দেবেন না সবিতা দেবী!

[সবিতা মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সমীর অঞ্চলে চাবি বাঁধিয়া দিল। দাদা ম'শায় এবং আরতি ঠিক এই সময়ে প্রবেশ করিলেন]

দাদা। কি হে মাষ্টার—বলি খবর কি? একি! ছোটদি! দুজনে একঘরে, নির্জ্জন নিশীথে! বলি ব্যাপার কি হে মাষ্টার—এখানেও চুরি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

আরতি। লিলি—এ সব কি?

দাদা। হুঃ, বড়ই সন্দেহজনক! ওরে দিদি, যা দৌড়ে যা—ইন্দু আর সুবোধকে খবর দে—বলিস, চোর ধরা পড়েছে!

[আরতি চলিয়া গেল—সবিতাও যাইতে উদ্যত হইল। দাদা মশায় তাহাকে টানিয়া ধরিলেন]

তা হবে না দিদিমনি, তোমাকে ছাড়ছিনে! দুজনে যোগসাজস্ করে এই বন্দোবস্ত করেছো! একহাতে তালি বাজে না—বুঝলে দিদিমনি—তোমাকেও সাজা পেতে হবে।

সবিতা। আঃ, ছাড়ুন না দাদা মশায়—[হাতের মধ্যে ছটফট্ করিতে লাগিল] ছাড়ুন, ভাল হবে না বলছি—

দাদা। হবে...হবে...ভালই হবে...একটু স্থির হ।

[সমীর পলাইবার উপক্রম করিতেই দাদা ম'শায় তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন]

সমীর। দাদা মশায়, আমাকে ছেড়ে দিন—ওঁদের সামনে আমি মুখ তুলে দাঁড়াতে পার্ব্বো না! আমাকে এখানে পাঠিয়ে একি বিপদে ফেললেন দাদা মশায়!

দাদা। আরে আমি কি জানি, তুমি এমনি পাকা চোর! **Suit-case** ছেড়ে এখন **suit-case**এর মালিককে চুরি কর্ব্বার চেষ্টা! পেটে পেটে এত!

সমীর। দোহাই দাদা ম'শাই—এ যাত্রা আমায় রক্ষা করুন। আপনি ত সব জানেন—কোন কথা ত আমি গোপন করিনি!

দাদা। [হাসিয়া] পালাবার কি আর পথ আছে ভায়া, যে পালাবে! যে বাঁধনে বাঁধা পড়েছো, তা খুলবে কি করে ভাই!

[সুবোধ, ইন্দু এবং আরতির প্রবেশ]

ইন্দু। সমীর বাবু...আপনি এখানে? This is rather strange!

সুবোধ। ও সব লোকের অসাধ্য কিছুই নেই—May I enquire, why you have come here? আবার চুরির মৎলব নাকি? উঃ, কি audacity!

সমীর। সবিতা দেবির suit-caseটা দিতে এসেছি—

ইন্দু। তা হলে সুবোধ যা বলেছে, সত্যি?—আপনিই তা হলে চুরি করেছেন?

সুবোধ। শুধু চুরি—এমনি নীচ যে জামাই সেজে ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর ঢুকতে সাহস করে? জামাই বাবু, আপনার কোন কথা আমি শুনবো না—এই scoundrelকে আমি পুলিসে না দিয়ে ছাড়বো না—উঃ, কি বুকের পাটা!

দাদা। বড় যে ফড়্ ফড়্ করে এক গাড়ী কথা বলে গেলে হে ছোকরা—আমাকে এক আধটা কথা বলতে দাও। যদি বলি, আমিই মাষ্টারকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি...

ইন্দু। আপনি! আপনি ওকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন?

দাদা। হঁ্যা গো হঁ্যা—স্বয়ং এই দয়াল ঠাকুর।

সুবোধ। আপনার যদি ভীমরতি হয়ে থাকে, আপনি যা ইচ্ছে কর্ত্তে পারেন, চোরকে প্রশ্রয় দিতে পারেন। কিন্তু আমরা তা পার্ব্বো না—কিছুতেই না। দাঁড়াও, জামাই সাজার মজাটা এবার টের পাওয়াচ্ছি!

ইন্দু। সমীর বাবু—জানেন, নিজেকে falsely represent করার সাজা কি?

সমীর। Falsely represent করা! আমি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে!

সুবোধ। ন্যাকা আর কি? বাড়ীর জামাই হবার সাধ! ফুঃ, বাছাধনকে এবার একটি বছর না ঝুলিয়ে ছাড়ছিনে! বাবা! ঘুঘু দেখেছো, ফাঁদ দেখোনি…!

সমীর। বিনা দোষে যদি সাজা পেতে হয়—সহ্য কর্ত্তেই হবে! কিন্তু—

সুবোধ। কিন্তু টিন্তু কিছু নেই…Come on, you rogue. আমি তোমাকে জেলে পাঠাবো, তবে ছাড়বো…Come on… বেরিয়ে এস…।

সমীর। বেশ চলুন [যাইতে উদ্যত] কিন্তু, একটা কথা আমি বলতে চাই আপনাদের কাছে—

সুবোধ। আবার কিন্তু! Come on…

ইন্দু। আঃ, সুবোধ চুপ কর—যা বলতে চায়, বলতে দাও।

সমীর। ভাগ্য দোষে আজ আমি চোর প্রতিপন্ন হয়েছি, কিন্তু সত্য ব্যাপার কি তা আমি দাদা মশায়কে জানিয়েছি এবং সবিতা দেবীকেও বলতে দ্বিধা করিনি। তাঁরা বুঝেছেন এবং আমায় মার্জ্জনা করেছেন। যদি কখনও ইচ্ছা হয়, তাঁদের কাছে জানবার চেষ্টা কর্বেন। এ ছাড়া আর একটা কথা আপনাদের কাছে গোপন করিছি, তজ্জন্য সকলের কাছে আমি করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। এই চিঠিখানি এবং ছবিখানি দেখলে বুঝতে পার্বেন আমি কে এবং আমার উদ্দেশ্য কি। দাদা মশায়, আপনি প্রবীন, সকলের প্রণম্য। এ গুলো আপনাকে দিচ্ছি— পড়ে আপনি বিচার করুন। আপনার বিচার আমি মাথা পেতে নেব। চলুন সুবোধ বাবু, কোথায় নিয়ে যাবেন।

সুবোধ। Yes I am ready—এস।

[সুবোধ এবং সমীর চলিতে লাগিল]

দাদা। [চিঠি পড়িতে পড়িতে বিস্ময়ে] এঁ্যা! একি রকমটা হলো! এঁ্যা...সত্যি! থাম.. থাম ভায়া, থাম...[সমীরকে ধরিয়া] ওরে ছোড়দি...গাঁটছড়া দিয়ে বাঁধ, জামাই যে পালাল— ওরে বড়দি...মাষ্টার কে জানিস? রংপুরের সেই রাঙা ছেলে··· দেবীকিশোরের ছেলে!

ইন্দু। [বিস্ময়ে] এঁ্যা। সমীর বাবু, সত্যি? আপনি দেবীকিশোর বাবুর ছেলে? I congratulate you on your good luck...ছোট গিন্নী ··শেষে আগ্রার চোরই তোকে চুরি কল্লে···কেমন জব্দ!

সুবোধ। [ব্যাকুবের মত] **Beg your pardon** সমীর বাবু, **excuse me my jokes...good bye.** [প্রস্থান]

আরতি। বড় যে বলেছিলি বিয়ে কর্ব্বিনে ? এখন কেমন ?

দাদা। বলি মাষ্টার...তোমার গুণের কথা এবার বলে দিই ?

আরতি। কি দাদা মশাই ?

দাদা। দেখ, এরা তলে তলে কি কাণ্ডটা করেছে একবার দেখ—।

[ছবি বাহির করিয়া দেখাইলেন]

আরতি। [ছবি দেখিয়া] লিলি— তোর এই কাজ...

ইন্দু। [ছবি দেখিয়া] সমীর...তোমার এই কাজ ?

সবিতা। [ছবি দেখিয়া] একি ?...আমিত কিছু জানিনে !

সমীর। [ছবি দেখিয়া] একি ?... আমিও ত' কিছু জানিনে !

দাদা। তবে বুঝি আমিই সব জানি ! ওহে মাষ্টার, ওরে ছোড়দি··· ঘাবড়ান'র কিছু নেই · এ হ'ল কলিকালের কীর্ত্তি ! দুজনের দুখানা আলাদা ছবি থেকে বন্ধুরা একখানা ছবি তৈরী করে, দু'জনকে মিলিয়ে দিয়েছে...? এ হ'ল **trick photography**. হাঃ, হাঃ, হাঃ,...

ইন্দু। উঃ, এই ব্যাপার !

আরতি। চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু—বাবাঃ, বুক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল—!

ইন্দু। আমারও—

দাদা। তা হলে আমারও। কিহে মাষ্টার, ছবির দিকে আড় চোখ আর তাকিয়ে কি হবে? কাছে এসে দেখ, দিদিকে পছন্দ হয় কিনা! [সবিতার মুখ তুলিয়া ধরিল]

সবিতা। ছিঃ দাদা মশায়, তুমি ভারি অসভ্য।

দাদা। ওরে, এখন তা বলবিইত'— আমি অসভ্য না হলে, এত শীগ্‌গীর কি তোদের বিয়ের ফুল ফুটত? ওরে দিদি, শাঁখ বাজা—শুভদৃষ্টিটা হয়ে যাক্।

[শঙ্খধ্বনি হইল]

যবনিকা।